সচিত্র
রবিনহুড

সচিত্র বিশ্ব ক্লাসিক সিরিজ (১)

আলোক দেব

শশধর প্রকাশনী
১০/২, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশিকা—রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
শশধর প্রকাশনী
১০/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ—কলিকাতা পুস্তক মেলা ১৯৮৯

প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কণ

অশোক দেব

মুদ্রণ—ভেরোনিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
মূল্য—কুড়ি টাকা (২০·০০)

SACHITRA ROBIN HOOD
by Aloke Deb
Published by : SASADHAR PRAKASHANI
10/2. Ramanath Majumdar Street
Calcutta-700 009
Price : Rupees Twenty only (20.00)

উৎসর্গ

এপার বাংলা

ওপার বাংলার

কিশোর কিশোরীদের উদ্দেশে

রোমাঞ্চ, অ্যাডভেঞ্চার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম-এর প্রতীক রবিন হুড সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে একটি প্রিয় নাম। রবিন হুডের মূল রচয়িতা হলেন হাওয়ার্ড পাইল। ১৮৫৩ সালে তিনি উলমিংটন ডেলাওয়ারে জন্ম গ্রহণ করেন। মধ্যযুগে রবিন হুডের নামে যে সব গান আর গাথা গড়ে উঠেছিল হাওয়ার্ড পাইল সেগুলোকে সংগ্রহ করে গল্পে রূপ দিয়েছেন।

বর্তমান রচনাটি তারই একটি নির্বাচিত সংস্করণ।

এক

রবিন কী করে দস্যু হল ?

আজ থেকে অনেক বছর আগের কথা। ইংল্যাণ্ডে তখন রাজা হেনরীর রাজত্ব। সেই সময় নটিংহাম শহর থেকে দূরে শেরউডের ঘন সবুজ বনে রবিন হুড নামে এক বিখ্যাত দস্যু বাস করত। দস্যু হলেও দেশের গরীব মানুষেরা রবিন হুডকে খুব ভালোবাসত। সে ছিল গরীবের বন্ধু। বড়লোকদের কাছ থেকে সে যা-কিছু লুঠ করত তার সবটাই সে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিত।

রবিন নিজে দস্যু হলেও ওর বংশের কেউ-ই কিন্তু দস্যু ছিলেন না। রবিনের মা-বাবা খুবই ভালোলোক ছিলেন। সম্ভ্রান্ত বংশ। প্রতিবেশীরা খুব মান্য করত। কিন্তু হঠাৎ একটা বাজে ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে রবিনকে দস্যুর জীবন নিতে হয়।

রবিনের তখন আঠারো বছর বয়েস। সে একদিন শুনতে পায় যে নটিংহাম শহরের শেরিফ তীরন্দাজদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা করবেন আর তাতে যে শ্রেষ্ঠ হবে তাকে পুরস্কার দেবেন।

ছোটবেলা থেকেই একজন নামজাদা তীরন্দাজ হবার স্বপ্ন দেখত রবিন। তীর-ধনুক তার ছিল প্রিয় সঙ্গী। খেতে পরতে এমন কি, ঘুমোতে যাবার সময়েও সে একটি বারের জন্যে তীর-ধনুক হাতছাড়া করত না। এই নিয়ে মা-বাবার কাছে ও কত বকুনি খেয়েছে কিন্তু কিছুতেই ওর কাঁধ থেকে তীর-ধনুক নামানো যায়নি।

অল্প বয়েসেই রবিন তাই তীর ছোঁড়ায় দক্ষ হয়ে ওঠে। যে কোন লক্ষ্য ও অনায়াসেই ভেদ করতে পারত। ওর যারা সমবয়েসী তারাতো ওর সঙ্গে পারতই না, বড়রাও ওর কাছে হেরে যেত।

ধীরে ধীরে রবিনের নাম ডাক হতে থাকে। কিন্তু গ্রামের মধ্যে নাম ডাক হলে কী হবে শহরেতো আর হয়নি। রবিনের তাই ইচ্ছে শহরে একবার প্রমাণ দেয়। নটিংহাম শহরের শেরিফের ঘোষণা রবিনের সামনে সেই সুযোগ এনে দিল।

যথাদিনে মা-বাবার আশীর্বাদ নিয়ে তীর-ধনুক পিঠে রবিন হাঁটা দিল নটিংহামের পথে। তখন মে মাস। গাছে গাছে রং-বেরঙের ফুল ফুটে আছে। পাখীরা গান গাইছে। বাতাস ফুরফুরে। আর রবিনও খোশমেজাজে শিস্ দিতে দিতে বনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে। চলতে চলতে হঠাৎ অনেকগুলো মানুষের হো-হো হাসি শুনে সে থমকে দাঁড়াল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে একটু দূরে একটা গাছের নীচে রাজার বনরক্ষীরা খানাপিনা করছে আর তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

"আমাকে দেখে হাসছে কেন?" রবিনের ভারি রাগ হল।

এমন সময় ওদের মধ্যে একটা ষণ্ডামার্কা রক্ষী বলে উঠল: "কিহে ছোকরা, খুবতো তীর-ধনুক বাগিয়ে চলেছো, ছুঁড়তে জানো?"

একেতো হাসতে দেখে রবিনের মাথা গরম হয়ে গেছে। তারওপর ছোকরা বলায় ওর মাথার রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে থাকে। তাহলেও সে-সময়কার মতো নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিল : "চলেছি নটিংহাম শহরে, লক্ষ্যভেদের বাজী জিততে।"

রবিনের কথা শুনে রক্ষীরা এবার বন কাঁপিয়ে হেসে উঠল। ওদের মধ্যে কে যেন আবার বলল : "গাঁয়ের ছেলে গাঁয়েই ফিরে যা। বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যাস না।"

রবিন আর স্থির থাকতে পারলনা। সে তক্ষুনি ওদের সঙ্গে বাজী ধরে বলল : "দূরে যে হরিণগুলো ছুটছে তাদের মধ্যে লম্বা-শিংওলাটাকে এখান থেকে একটা তীরেই ঘায়েল করে দেখাবো ?

রক্ষীরা বলে : "দেখা।"

ওদের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রবিন ছুটন্ত হরিণের দলকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল আর বনরক্ষীরা অবাক হয়ে দেখল যে হরিণের দল মুহূর্তে উধাও। কেবল লম্বা-শিংওলা হরিণটা মাটিতে পড়ে আছে।

মুখের মতো জবাব দিয়ে রবিন যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে, দেখে বনরক্ষীদের লাল লাল ফুলকো মুখগুলো কেমন চুপসে গিয়ে মুখপোড়া হনুমানের মুখের মতো দেখাচ্ছে।

হঠাৎ ষণ্ডামার্কা রক্ষীটা চিৎকার করে উঠল : "শয়তান, তুই রাজার হরিণ মারলি"!

আরেকজন সমানতালে চেঁচিয়ে বলল : "জানিসনা, হরিণ মারা বে-আইনী!"

আরও একজন বলল : "আমরা তাই পাহারা দিই!"

রবিন বলল : "আমার কী দোষ! তোমরা বাজীতে রাজী হলে কেন? আগেইতো সাবধান করতে পারতে!"

"চুপ কর শয়তান। তোর কোন কথা আমরা শুনবো না। তুই যেমন রাজার হরিণ মেরেছিস আমরাও তেমনি তোকে মেরে তার বদলা নেব।" কথাটা শেষ করেই ষণ্ডামার্কা রক্ষীটা লাফিয়ে উঠে রবিনকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল। সাঁক করে তীরটা রবিনের কানের পাশ দিয়ে ছুটে গেল। অল্পের জন্যে বেঁচে গেল রবিন। কিন্তু রবিন দেখে ওকে লক্ষ্য করে ষণ্ডাটা ফের তীর ছুঁড়তে যাচ্ছে। সর্বনাশ! এবার যে মৃত্যু অবধারিত! কী করবে রবিন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণটা দেবে, নাকি নিজের জীবন বাঁচাতে কিছু একটা করবে?

রবিন আর সময় নিল না। চকিতে ছিলাতে তীর লাগিয়ে টান দিয়েই তীরটা ছেড়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে ষণ্ডাটা আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

সঙ্গীকে তীর বিদ্ধ হতে দেখে অন্য রক্ষীরা লাফিয়ে উঠল। বিপদ বুঝে রবিন উল্টোদিকে ছুট দিল। তারপর এঁকে বেঁকে ছুটতে ছুটতে সে এক সময় বনের মধ্যে হারিয়ে গেল। বনরক্ষীরা অনেক খোঁজাখুঁজি করল কিন্তু কোথাও রবিনকে খুঁজে পেল না।

কিন্তু রবিনের এখন কী হবে? প্রতিযোগিতায় অংশ নেবারতো প্রশ্নই ওঠে না, বন থেকেই বা সে বেরোবে কী করে? কেমন করে ফিরবে গ্রামে? নিজের বাড়িতে? মা-বাবার কাছে? ধরা পড়লেই যে ফাঁসি!

রবিন আর ভাবতে পারলনা। বনের মধ্যে বসে সে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামল। গাঢ় অন্ধকারে বনটা একসময় ঢাকা পড়ে গেল।

দুই

শেরউডের বনে রবিন ও জন

রবিনের স্থায়ী আস্তানা এখন শেরউডের বন। কিন্তু বনেতো আর একা একা থাকা যায় না। তাই রবিন ঠিক করে যে বনের মধ্যে সে একটা দল তৈরী করবে। তবে যে-সে দল না। দলের উদ্দেশ্য হবে মহৎ আর তার কীর্তি-কলাপ এমন হবে যে যুগ যুগ ধরে লোকের মুখে মুখে ঘুরবে।

রবিন বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বেড়াতে বেড়াতে একদিন দেখে একটা গাছের নীচে একটা ফুটফুটে ছেলে বসে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে। ছেলেটার মুখখানা ভারি মিষ্টি। টানা-টানা চোখ। মাথার চুল কোঁকড়ানো।

"কী হয়েছে ভাই? কাঁদছো কেন?" রবিন কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল।

ছেলেটি বলল: "রাজার কর দিতে পারিনি বলে রাজার রক্ষীরা বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে আর আমি পালিয়ে এসেছি। এখন আমার যাওয়ার কোন জায়গা নেই।"

রবিন ছেলেটির চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলল: কিছু ভেবোনা ভাই। আমার নাম রবিন হুড।

গরীবদের ওপর যারা অত্যাচার করে তাদের শায়েস্তা করার জন্যে আমি একটা দল তৈরী করছি। আজ থেকে তুমি হবে সেই দলের একজন বিশ্বস্ত সাথী।—কী রাজী?
ছেলেটি ঘাড় কাত করে ছোট্ট করে বলল: "রাজী।"

শুরু হল দল গড়ার কাজ। রবিন ঘুরে ঘুরে সঙ্গীসাথী জোগাড় করে আর তাদের সবাইকে নিয়ম করে তীর ছোঁড়া, লাঠি খেলা, তরোয়াল চালানোর নানা কলাকৌশল শেখাতে থাকে।

একদিন দলের ছেলেরা অস্ত্রশিক্ষা করছে, এমন সময় রবিন ওদের ডেকে বলল: "দেখো, আমি একটু ঘুরে আসছি। আমার জন্যে কোন চিন্তা করবেনা। তবে পরপর তিনবার শিঙার আওয়াজ শুনলে বুঝবে আমি কোন বিপদে পড়েছি অমনি ছুটে আসবে।"

রবিন বেরিয়ে পড়ল। এদিক ওদিক নানাদিক ঘুরতে লাগল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। হঠাৎ তার চোখের তারায় কি যেন খেলে গেল! একটা লোক না? রবিন দেখে দৈত্যের মত দেখতে একটা লোক একটা মস্তবড় লাঠি হাতে ঝর্ণার ওপরের একটা সরু সাঁকোর ওপর দিয়ে হেঁটে এপারে আসছে। রবিন একছুটে সাঁকোর মুখে গিয়ে দাঁড়াল। দৈত্যটাকে উদ্দেশ করে বলল "এই যে ভায়া, তুমি একটু ওপারে গিয়ে দাঁড়াও দেখি। সাঁকোটা আমি আগে পার হই।

"কী? আমার আগে তুমি? খবরদার বলছি! একদম চেষ্টা করবেনা!" দৈত্যটা বাজখাঁই গলায় উত্তর দিল।

কিন্তু রবিন শুনল না। সে তড়াক করে সাঁকোর ওপর লাফিয়ে উঠে সাঁকোর মুখ বন্ধ করে দিল। দৈত্যটা এতে ভীষণ চটে গেল। সে চিৎকার করে উঠল: "পথ ছাড়ো বলছি!"

রবিনও পাল্টা জবাব দিল: "আগে তুমি ছাড়ো!"

দৈত্যটাও পিছু হটবেনা, রবিনও পথ ছাড়বে না। দু'পক্ষে বেঁধে গেল তুমুল তর্ক।

"তাহলে লড়াই হোক।" দৈত্যটা প্রস্তাব দিল। "হোক।" রবিনও তাতে সায় দিল।

দৈত্যটারতো লাঠি আছেই। রবিনও একখানা ওক গাছের ডাল ভেঙ্গে এনে লাঠির মতো বাগিয়ে ধরল। শুরু হল সাঁকোর ওপর লড়াই। দৈত্যটা ঘুরিয়ে মারে তো রবিন ঠেকিয়ে দেয়। আবার রবিন সজোরে মারে তো দৈত্যটা ঠেকিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে লড়াই জমে ওঠে। ঠাঁই ঠাঁই ঠকাস্ ঠকাস্ শব্দে বন কেঁপে উঠলো। যত সময় যায় রবিন বুঝতে পারে দৈত্যটার লাঠি খেলায় বেশ ভালো রকমেরই অভ্যেস আছে। বিশাল দেহ নিয়ে ওর ক্ষিপ্রতা তারিফ করার মতো।

রবিন তাই দৈত্যটাকে হারানোর জন্যে কৌশল পাল্টানোর কথা চিন্তা করে। কিন্তু চিন্তাটা কাজে লাগাবার আগেই দৈত্যটার লাঠি এসে পড়ল রবিনের মাথায়। রবিনের কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে গেল। সে ভীষণ রেগে গিয়ে শরীরের সব শক্তি উজাড় করে দৈত্যটার দিকে লাঠি চালালো কিন্তু তাল রাখতে না পেরে ঝপ করে সাঁকোর নীচে ঝর্ণার জলে পড়ে গেল।

রবিনকে জলের মধ্যে অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দৈত্যটার সে-কী হাসি। হো হো হা হা হি হি করে সে হাসতে লাগল। কিন্তু রবিন একটুও রাগল না। সে ঠাণ্ডা মাথায় জল থেকে উঠে এল। তারপর শিঙায় পরপর তিনবার ফুঁ দিল। মুহূর্তের মধ্যে সবুজ সবুজ পোষাক পরা রবিনের দল বল ছুটে এসে দৈত্যটাকে ঘিরে ধরল।
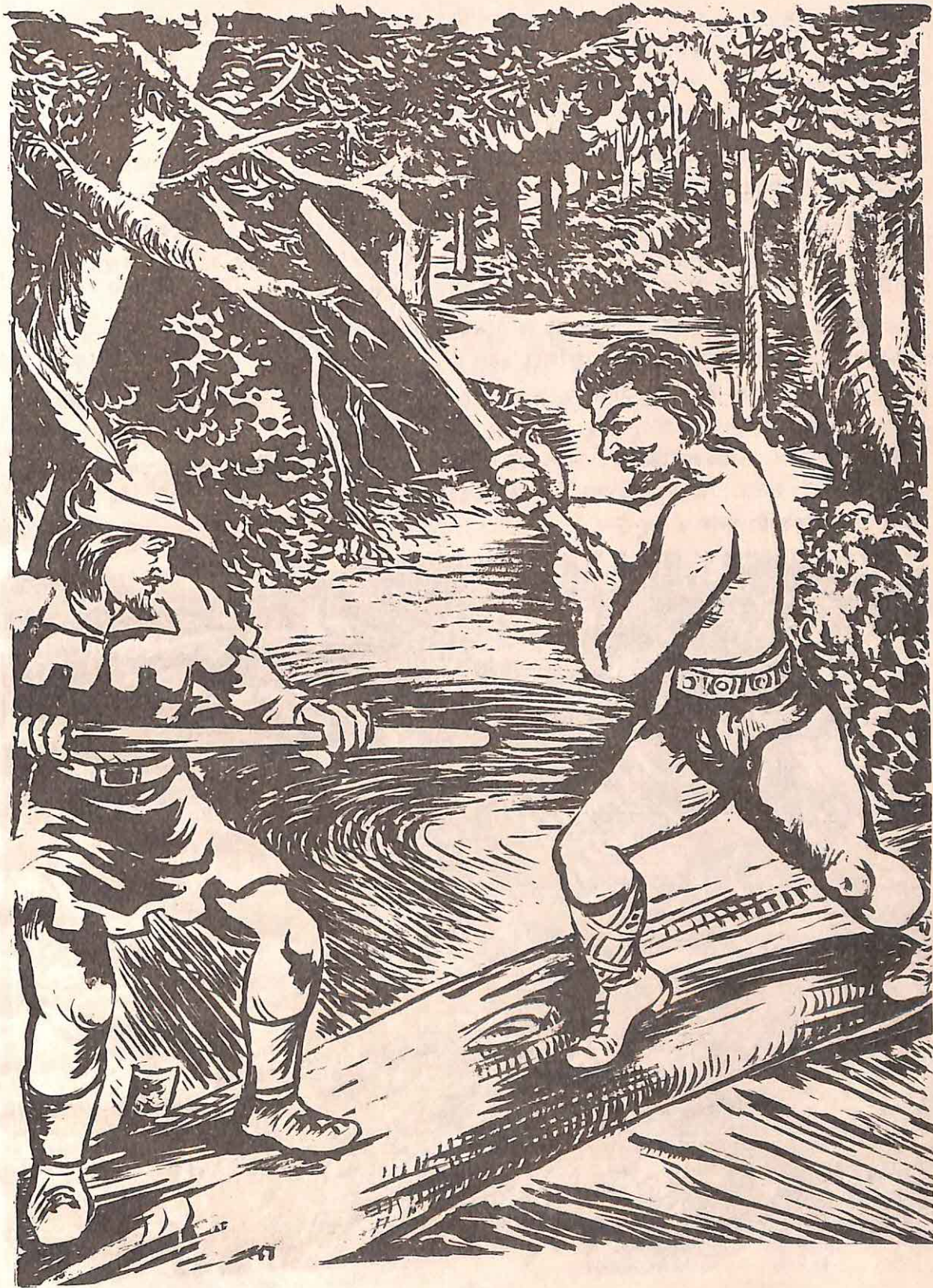
হঠাৎ একসাথে এতগুলো লোককে দেখে দৈত্যটা বেজায় ঘাবড়ে গেল। কিন্তু রবিন দৈত্যটাকে অভয় দিয়ে বলল : "ভয় নেই। এরা কেউ তোমার কোন ক্ষতি করবে না।" তারপর সাথীদের বলল : "জানো, এই লোকটি একজন ওস্তাদ লাঠিয়াল। একটু আগে লাঠিখেলায় আমাকে হারিয়ে ভূত করে দিয়েছে।"

রবিনের কথা শুনে দৈত্যটা অবাক হয়ে গেল। মনে মনে বলল : "কত বড় মন এই যুবকটার। হারকে কত সহজভাবে নিতে পারে।"

দৈত্যটা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। হুঁশ্ ফিরল রবিনের কথায়। নিজের পরিচয় দিয়ে রবিন বলল : "আমার নাম রবিন হুড। শেরউডের রাজা। তোমার মতো একজন ওস্তাদ লাঠিয়ালের খোঁজেই আমি ছিলাম। তুমি কি আমার দলে যোগ দিতে রাজী আছো?"

দৈত্যটা আর বলবে কী? সে-তো রবিনের দলেই যোগ দিতে আসছিল। দৈত্যটা তাই আনন্দে ছুটে গিয়ে দু'হাতে রবিনকে জড়িয়ে ধরল।

সেই দিন থেকে দৈত্যটা রবিনের দলে থেকে গেল। দৈত্যটার আসল নাম জন লিট্‌ল। কিন্তু রবিনের দলের একজন, যে খুব মজা করতে পারে, বলল : "না, না, এতো ছোট্টো চেহারার একজন লোকের নাম জন লিট্‌ল হয় কী করে? ও যেমন ছোট্টখাট্ট ওর নামও তাই হওয়া উচিৎ লিট্‌ল জন। মানে ছোট্ট জন।" তারপর দৈত্যটাকে জিজ্ঞেস করল : "কী বন্ধু পছন্দ?" মিষ্টি হেসে দৈত্যটা বলল : "খু-উ-ব।"

তিন

রবিনের নামে পরোয়ানা

এদিকে হয়েছে কি, নটিংহাম শহরের শেরিফের চোখে তো ঘুম নেই! সেই যে রাজার বনরক্ষীকে খুন করে একটা যুবক বনে গা ঢাকা দিয়েছিল তাকে তো ধরাই যায়নি, আবার সেই যুবকটাই কিনা দস্যু বাহিনী তৈরী করেছে! খবরটা রাজার কানে যেতে রাজাতো রেগে লাল। রাজার তাই হুকুম যে করেই হোক রবিনকে ধরতেই হবে।

কিন্তু রবিনকে ধরা যায় কী করে? অনেক ভাবনা-চিন্তা করে শেরিফ একটা মতলব আঁটলেন। ঠিক করলেন রবিনের নামে একটা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করবেন। কিন্তু সমস্যা হ'ল কে সাহস করে রবিনের হাতে পরোয়ানা তুলে দেবে? শহর তোলপাড় করে একজন লোককেও শেরিফ খুঁজে পেলেননা। অনেক টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেন। তাতেও কেউ এগিয়ে এল না। শেরিফ হতাশ হয়ে পড়লেন। এমন সময় দূর গ্রাম থেকে এক কামার এসে বলল, সে রাজী। শুনেতো শেরিফ খুব খুশী। তক্ষুনি তিনি কামারের হাতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানাটা ধরিয়ে দিলেন। আগাম কিছু টাকাও দিলেন।
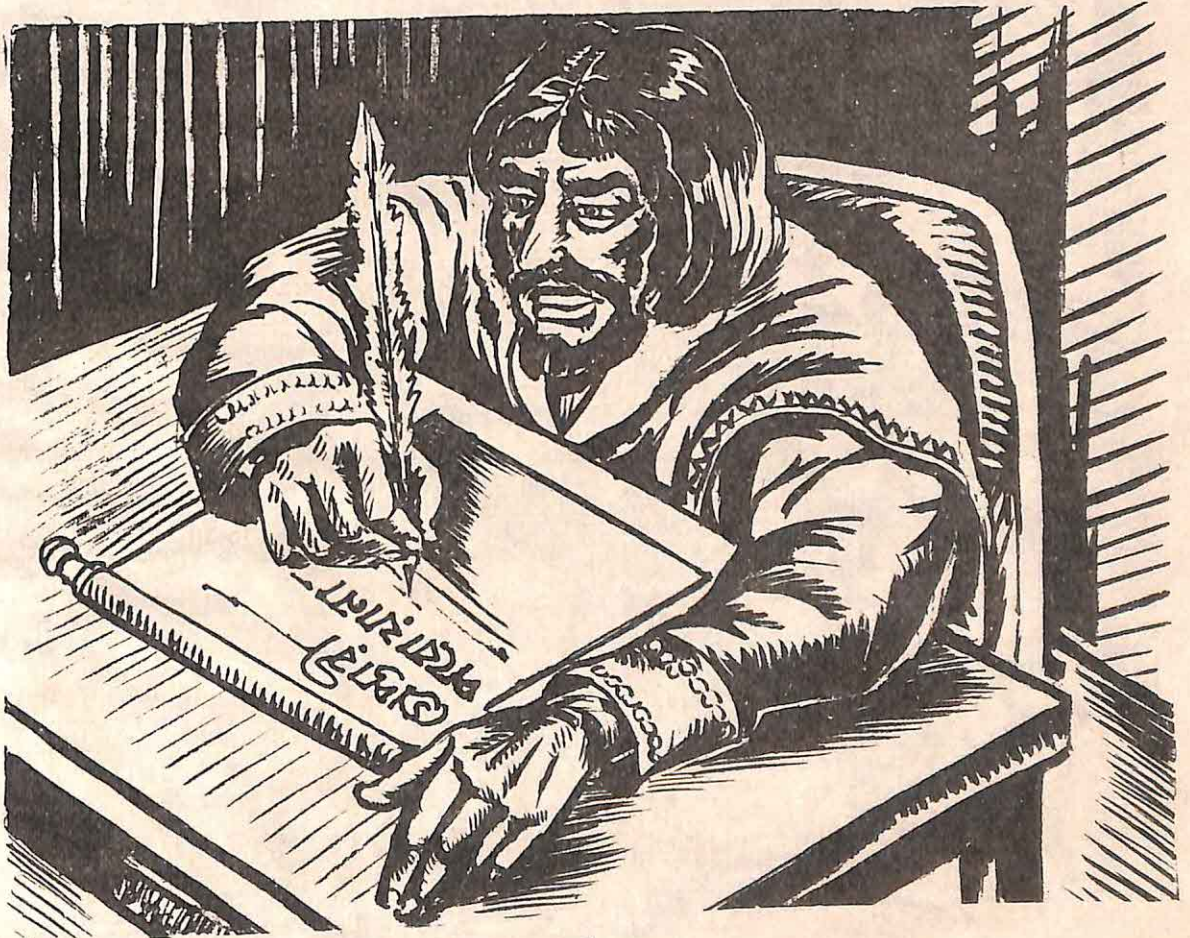
টাকা পয়সা আর পরোয়ানা ব্যাগে পুরে কামারটা শেরউডের পথে হাঁটা দিল। অনেক টাকা পুরস্কার পাবে, তারওপর শেরিফের খাতির…এই সব ভাবতে ভাবতে মনের আনন্দে কামারটা গলা ছেড়ে গান ধরল।

এদিকে রবিনকে নিয়ে যে শহরে কিছু একটা চলছে সে-খবর রবিনও পেয়ে গেছে। কিন্তু কী চলছে সেটা জানতে রবিন শহরের দিকে রওনা হ'ল। রোজকার সঙ্গী তীরধনুকতো আছেই, তার সঙ্গে আজ আবার একটা লাঠিও নিয়েছে। বেশ কিছুটা পথ চলার পর সে দেখতে পেল কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে লাঠি হাতে একটা বেঁটে মোটা কামার গান গাইতে গাইতে তার দিকেই আসছে। রবিন ভাবল কামারটার সঙ্গে একটু মজা করা যাক।

কামারটা মুখোমুখি হতে রবিন তাই জিজ্ঞেস করলঃ "বড় যে ফূর্তিতে গান গাইছো। তারওপর কাঁধে ব্যাগ হাতে লাঠি বলি আসা হচ্ছে কোত্থেকে!"

কামারটা বললঃ "আসছি শহর থেকে, একটা বদমায়েসকে পাকড়াও করতে।"

"বল কী! তা বদমায়েসটা কে শুনি?"

রবিনের প্রশ্নে কামারটা বলল: "বদমায়েসটার নাম রবিন হুড।"

"বলো কী! তা বদমায়েসটাকে ধরবে কী করে?"

"কেন, ব্যাগে আছে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। তাতে শেরিফ মশায়ের শীল মোহরের ছাপ! খপ্ করে ধরব হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাবো।" কামারটা গড়গড় করে বলে গেল।

রবিন মনে মনে বলল: "শহরে তাহলে এই জন্যেই তোলপাড় চলছিল!

শেরিফের মতলব ফাঁস হয়ে যেতে রবিনের একদিকের চিন্তা দূর হল বটে কিন্তু আর এক চিন্তা চেপে বসল। পরোয়ানাটার কী হবে? ওটা যে মৃত্যুবাণ!

এদিকে রবিনকে চিন্তিত দেখে কামারটা জিজ্ঞেস করল: "কী হলো? চুপ মেরে গেলে যে?"

"না, না, চুপ মারিনি···চুপ মারিনি।" রবিন তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল:

"ভাবছিলাম রবিনটাতো একটা সাংঘাতিক দস্যু। গায়ে ভীষণ জোর! তারওপর লাঠিখেলা তীর ছোঁড়ায় মস্ত ওস্তাদ। তুমি কি তার সাথে পারবে?

"কেন পারবো না! 'মারবো লাঠির এক বাড়ি পাঠিয়ে দেব শ্বশুর বাড়ী!' ফুৎকারে কামারটা রবিনের কথা উড়িয়ে দিল।"

রবিনও কামারের পিঠ চাপড়ে "সাবাস সাবাস" বলে উঠল।

"কিন্তু মুস্কিল কি জানো, রবিনকে এখন পাই কোথায়?"

"কেন, শেরউডের বনে!"

"আহা, সে-কী আমি জানিনা!"

"তবে"?

কামারটা বলল: "রবিনকে যে আমি চিনিই না। কেমন দেখতে, বেঁটে না মোটা, রোগা না লম্বা, কিছুই তো ছাই জানিনা।"

কামারটার কথা শুনে রবিন কপাল চাপড়াতে লাগল।

রবিনকে কপাল চাপড়াতে দেখে কামারটা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল: "কী হলো বন্ধু, তুমি অমন করে কপাল চাপড়াচ্ছো কেন?"

"চাপড়াচ্ছি কী আর সাধে! এইতো একটু আগে শেরউডের দিকে চলে গেল।"

রবিনের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কামারটা থপ্ করে মাটিতে বসে পড়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল।

"কেঁদোনা বন্ধু কেঁদোনা! রবিন কামারকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে: "আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, রবিনকে যাতে চিনতে পারো তার সব উপায় বলে তবেই আমি যাবো।"

"সত্যি বন্ধু! সত্যি বলছো সব বলে দেবে?" কামারটা সজোরে রবিনের দু'হাত চেপে ধরল। রবিন বলল:" "বন্ধু বলে ডেকেছো, না বলে পারি?"

কামারটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। তারপর পরম বন্ধুর মতো রবিনের গলা জড়িয়ে ধরে খুশীতে ডগমগ হয়ে একটা সরাইখানার দিকে হাঁটা দিল।

সরাইখানায় ঢুকেই কামারটা ভালো ভালো খাবার আনতে বলে রবিনের কাছে ঘন হয়ে বসল। "হ্যাঁ বন্ধু, এবার বল দেখি, কী করে চিনবো?"

"বলছি, বলছি। আগে খাবার দাবার আসুক। খাই দাই।"

"ঠিক ঠিক।" কামারও রবিনের কথায় সায় দিল।

খাবার এসে গেলো।

"এবার বল ?" কামারের যেন তর সয় না।

রবিন আর কী বলবে ? তার বেজায় হাসি পেল। সে ফিক্ ফিক্ করে হাসে আর এক একটু খাবার তুলে মুখে পোরে। রবিনকে হাসতে দেখে কামারটাও হাসতে থাকে। কামারে বোকার মতো হাসতে দেখে রবিনের হাসি দ্বিগুণ হয়। কামার হাসে। রবিনও হাসে। শে একসময় হাসি থামিয়ে রবিন বলে ঃ "তাহলে বলি শোনো।"

"হ্যাঁ বল, বল।" কামার আরও ঘন হয়ে বসল।

"লম্বা আমার মতো।"

"তারপর ?"

"গায়ের রং আমার মতো।"

"তারপর ?"

"চুলের বাহার আমারই মতো।"

"তারপর ? তারপর ?"

"তারপর আর কি ! আমার মতো দাড়ি, আমার যেমন পোষাক !"

"আর বলতে হবে না। আর বলতে হবে না। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ……আনন্দে আত্মহ কামারটা বিকট শব্দে হাসতে হাসতে গপ্ গপ্ করে গোগ্রাসে খাবার খেয়ে ভোঁস ভোঁস ব ঘুমোতে লাগল।

রবিন দেখল এই সুযোগ। সে চট্ করে কামারের ব্যাগ খুলে পরোয়ানাটা হাতিয়ে নি দে চম্পট।

ঘুম ভাঙ্গতে কামার দেখে বন্ধুটা উধাও। এদিকে ব্যাগের মুখটাও খোলা। সে তাড়াত ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ঃ "আমার পরোয়ানা !"

পরোয়ানাটা চুরি যেতে কামারতো ক্ষেপে আগুন। সে রাগে গরগর করতে ক ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে নিয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ল।

বাঁকের মুখেই কামার রবিনকে পেয়ে গেল। ব্যস্, আর যায় কোথায় ? প্রচণ্ড হু ছেড়ে সে ছুটে গিয়ে রবিনের কোমর লক্ষ্য করে লাঠি চালাল। রবিন কোনক্রমে নিজেকে বাঁ কিন্তু তার হাতের লাঠি ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে গেল।

"এবার যাবি কোথায় ? শয়তান !" ক্রুদ্ধ কামার লাঠি উঁচিয়ে রবিনের দিকে এগে থাকে। উপায় না দেখে রবিন পেছোতে থাকে। পেছোতে পেছোতে একসময় শিঙ্গাটা তুলেই পরপর তিনবার ফুঁ দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে সবুজ-সবুজ পোষাক-পরা রবিনের দলবল এসে কামারকে ঘিরে ধরে।

এবার রবিন হাসি মুখে কামারের দিকে এগিয়ে যায়। "বন্ধু, এতক্ষণ তুমি যাকে খুঁজা আমিই সেই রবিন হুড। আর এরা আমার সাথী।···এখন বল, তুমি কী আমাকে গ্রেপ্তার ক চাও, নাকি এদের মতো বন্ধু হয়ে আমার দলে থেকে যেতে চাও। মাস গেলে মাইনে পাবে। এ

মতো পোষাক পাবে। ভালো খাওয়া দাওয়া পাবে।…অস্ত্রশস্ত্র বানানো আর শান্ দেবার জন্যে তোমার মতো একজনকে আমাদের বড় দরকার। তুমি এলে আমরা খুশী হবো।"

সব দেখেশুনে কামারতো থ। সে অবাক চোখে রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আবেগ জড়ানো গলায় বলল: "আমার যে এমন ভাগ্য হ'বে আমি স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি।"

চার

নটিংহামে ফাঁদ !

গর্দান নেবো। ফাঁসিতে লটকাবো। কামারটা রবিনের দলে যোগ দিয়েছে শুনে শেরিফের সে কী রাগ। তিনি দিনরাত কামারের নামে গালমন্দ করতে লাগলেন। শেষে বৌ-এর বুদ্ধিতে শান্ত হলেন।

বৌ-বলল "শোন, কয়েকদিনের মধ্যেই তুমি তীরন্দাজদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা কর। আর ঘোষণা কর, যে শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ হবে তাকে সোনার তীর পুরস্কার দেবে। সোনার তীরের লোভে রবিন নিশ্চয়ই আসবে আর সেই সুযোগে তুমি তোমার রক্ষিবাহিনী দিয়ে তাকে ধরে ফেলবে।"

মনের মতো পরামর্শ পেয়ে শেরিফতো খুব খুশী। পরদিন সকালেই তিনি তার ঘোষকদের পাঠিয়ে দিলেন পূবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে।

ঘোষণাটা শোনা মাত্রই রবিনও নেচে উঠল। সোনার তীরটা তার চাই-ই-চাই। কিন্তু রবিনের সাথীরা এতে আপত্তি করল। তারা বোঝাল শেরিফের এটা মস্ত চাল। রবিনকে সে ফাঁদে ফেলতে চায়।"

কিন্তু রবিনকে আটকাবে কে? সে যখন ঠিক করেছে সোনার তীরটা তার চাই-ই-চাই, তখনতো আর কথা চলে না। রবিন তাই চলল নটিংহামের পথে। সঙ্গে রইল দলবল। তবে রোজকার পোষাক ছেড়ে ওরা চলল ছদ্মবেশে।

রবিনরা মাঠে পৌঁছে দেখে মাঠজুড়ে শুধু মানুষ আর মানুষ। রং বেরং-এর পতাকা উড়ছে। বাজনা বাজছে। দোকানিরা হরেক রকমের পসরা সাজিয়ে বসে আছে।

যথাসময়ে শেরিফ তার পারিষদ নিয়ে মঞ্চে হাজির হলেন। শেরিফের নির্দেশে তীরন্দাজরা একে একে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। বাহারি পোষাকে তীরন্দাজদের দেখাচ্ছে ভারি সুন্দর। শুধু একজন কেমন যেন বে-মানান। লোকেরাও তাকে দেখে কুকুর-বেড়ালের ডাক ছাড়ছে। লোকটার এক চোখ কানা। কানা চোখে আবার কাপড়ের পট্টি বাঁধা। পরণের পোষাকও অতি সাধারণ।

তীরন্দাজরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে শেরিফের রক্ষীবাহিনী ওদের ঘিরে একটা বেস্টনী তৈরী করল। আর শেরিফতো চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে রবিনকে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু অনেক তীরন্দাজদের ভীড়ে কোনটা যে রবিন শেরিফ তার কিছুই ঠাওর করতে পারলেন না। বিশেষ করে সবুজ পোষাকে যে কাউকেই দেখা গেল না!

ইতিমধ্যে ঘণ্টা বেজে উঠল। শুরু হল প্রতিযোগিতা। তীরন্দাজরা একে একে তীর ছুঁড়তে শুরু করল। প্রথমবার তীর ছোঁড়ার পর দেখা গেল মাত্র দশজনের তীর লক্ষ্যভেদে সফল হয়েছে। দশজনের মধ্যে অবশ্য কানালোকটাও আছে।

দ্বিতীয়বার ছোঁড়া হল। দশজনের মধ্যে এবারে মাত্র তিনজন সফল হল। কিন্তু এই তিনজনের মধ্যে এবারও সেই কানালোকটা আছে।

এদিকে শেরিফতো চঞ্চল হয়ে উঠলেন। "কোথায় রবিন? রবিন কী তবে আসেনি? নাকি যে তিনজন ফাইনালে উঠেছে তাদের মধ্যে কেউ? আর যদি তিনজনের একজন রবিন হয়,

তাহলে কে সে? যে বেঁটে সে? লম্বাটা? নাকি কানালোকটা?"...শেরিফ মহা ধাঁধার মধ্যে পড়লেন। তবে কানালোকটা যে কিছুতেই রবিন হতে পারেনা এ ব্যাপারে তিনি বাজী ধরতেও রাজী। তাঁর মতে লম্বাটাই রবিন। লোকটার চলাফেরা রাজকীয়। লাল পোষাকে দেখাচ্ছেও দারুণ। ফাঁকি দিতেই ও সবুজ পোষাক ছেড়ে লাল পোষাক পরেছে। মনে মনে হিসেব কষে শেরিফ রক্ষীদের ইশারা করলেন। শেরিফের ইশারা মতো রক্ষীরা লাল পোষাক পরা লোকটার ওপর কড়া নজর রাখল।

শুরু হল তৃতীয় এবং শেষবারের ছোঁড়া। প্রথমে বেঁটে লোকটার পালা। কিন্তু বেঁটে লোকটার তীর লক্ষ্যের বাঁদিকে গেঁথে গেল। ছুঁড়লো লম্বা লোকটা। লম্বা লোকটার তীর লক্ষ্যের ডান দিকে গেঁথে গেল। দু'জনের ফল সমান সমান। মাঠজুড়ে তখন সে-কী উত্তেজনা! কিন্তু কানালোকটার তীর সাঁক করে ছুটে গিয়ে লক্ষ্যের মাঝখানে গেঁথে যেতেই সবাই চুপ। কোথাও টুঁশব্দটি নেই।

সব হিসেব কেমন যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল। শেরিফ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন। তারপর সোনার তীর হাতে ধীর পায়ে মঞ্চ থেকে নেমে এলেন। কানালোকটার হাতে সোনার তীরটা তুলে দিয়ে বললেন: "তোমার লক্ষ্যভেদে আমি মুগ্ধ। তুমি যে আমার দেখা শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজদের মধ্যে একজন সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কাপুরুষ রবিন হুড এলে দেখত তাকে হারাবার মতো তীরন্দাজ আমার সামনেই দাঁড়িয়ে।"

এতক্ষণ শেরিফের প্রশংসা শুনতে কানালোকটার ভালোই লাগছিল। কিন্তু রবিনকে কাপুরুষ বলায় ওর মুখটা কালো হয়ে গেল। আসলে কানালোকটাই রবিন কিনা!

সোনার তীর জয় করে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে রবিনের সঙ্গী সাথীরা আনন্দে নেচে উঠলেও রবিনের মনে তাই কোন আনন্দ নেই।

"কী হয়েছে বন্ধু? আমরা এত হৈ চৈ করছি আর তুমি চুপচাপ! কী হয়েছে তোমার?" লিট্ল জন রবিনকে জিজ্ঞেস করল।

রবিন বলল: "আমাকে চিনতে না পেরে শেরিফ আমাকে কাপুরুষ ভেবেছে। এখন বলো, কাপুরুষের অপবাদ মাথায় নিয়ে আমি কি আনন্দ করতে পারি?"

"ও এই কথা! তুমি কিচ্ছু ভেবোনা বন্ধু। আমার ওপর ছেড়ে দাও, আজ রাতের মধ্যেই আমি শেরিফের ভুল ভাঙ্গানোর ব্যবস্থা করছি।"

রবিনকে আশ্বস্ত করে লিট্ল জন তক্ষুনি ছুট লাগালো নটিংহামের পথে।

শহরে তখন রাত নেমেছে। শেরিফ এসে বসেছেন তাঁর ডিনার টেবিলে। খাবারে হাত দিতে যাবেন হঠাৎ খোলা জানালা দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে একটা তীর উড়ে এসে সশব্দে টেবিলে গেঁথে গেল।

"একী! একী!" ভয়ে আতংকে শেরিফতো চিৎকার করে উঠলেন। "তীরের সঙ্গে ওটা আবার কী বাঁধা!

দেখা গেল একটা চিরকূট আর তাতে লেখা—

মাননীয় শেরিফ মশাই,

আমাদের দলপতি রবিন হুডের হাতে সোনার তীর তুলে দেবার জন্যে ধন্যবাদ। রবিন হুড কাপুরুষ নয়, এই কথাটা সদাসর্বদা মনে রাখবেন।

ইতি
রবিন হুডের সাথীবৃন্দ।

পাঁচ

শেরউডের পথে রক্ষীবাহিনী।

সেই রাতে শেরিফের আর ঘুম এলো না। পরদিন দপ্তরে গিয়েই তিনি তাঁর রক্ষী বাহিনীকে ডেকে পাঠালেন। হুকুম দিলেন যে ভাবেই হোক শেরউডের বন থেকে রবিনকে ধরে আনতে হবে। শেরিফের হুকুম পেয়ে প্রায় শ'তিনেক রক্ষী অস্ত্রশস্ত্র হাতে শেরউডের পথে যাত্রা করল।

শেরিফ যে এরকম একটা চরম ব্যবস্থা নিতে পারেন রবিন তা' আগে থাকতেই আঁচ করতে পেরেছিল। তাই খবর পাওয়া মাত্র রবিন সাথীদের ডেকে বলল, "দেখ, শেরিফের রক্ষীরা আমাকে ধরতে আসছে। বুঝতেই পারছো এতে খুনোখুনী হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু আমি চাইনা কেউ খুন হোক।"

"কিন্তু তোমাকে ধরতে আসবে আর আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবো?"—উইল স্টাট্‌লি উত্তেজিত হয়ে উঠল।

রবিন শান্ত গলায় উত্তর দিল: "সে দায়িত্ব আমার। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, ঐ তিনশো লোকের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা আমার একারই আছে। কিন্তু আমি চাইছি লড়াই-এর পথে না গিয়ে ওদের বুদ্ধিতে হারাতে।"

"তাহলে তুমি বলো আমরা এখন কী করবো?"

রবিন বলল: "আমাদের পোষাকের রং সবুজ। তাই আমাদের প্রথম কাজ হবে বনের সবুজ গাছপালা লতাপাতার সঙ্গে মিশে থাকা।"

"কিন্তু কেউ যদি ধরা পড়ে?"

"যে ধরতে আসবে, তাকে এমন পেটান পেটাবে যাতে সঙ্গে সঙ্গেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়।"

মনের মতো জবাব পেয়ে রবিনের সঙ্গীরা বন কাঁপিয়ে উল্লাস করে উঠল।

এমন সময় দলের একজন ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল শেরিফের রক্ষীরা আসছে!

খবর পাওয়া মাত্র রবিন তার দলবল নিয়ে বনের মধ্যে গা ঢাকা দিল।

শেরিফের রক্ষীরা বনের মধ্যে ঢুকে এদিক ওদিক নানাদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল। কিন্তু গাছপালার সঙ্গে মিশে থাকা রবিনের দলের কাউকেই খুঁজে পেল না।

সাত দিন এভাবে লুকিয়ে থাকার পর রবিন বলল: "মনে হচ্ছে শেরিফের রক্ষীরা ফিরে গেছে। তা'হলেও একবার খবর নেওয়া দরকার, ওরা সত্যি সত্যিই গেছে না আশেপাশে এখনও কোথাও আছে।"

উইল স্টাট্‌লি বলল: "যদি আমাকে দায়িত্ব দাও, আমি সরাইখানায় গিয়ে খবরটা আনতে পারি।"

রবিন খুশী হয়ে বলল: "তাই যাও।"

সরাইখানায় ঢুকে উইল স্টাট্‌লি দেখে শেরিফের রক্ষীরা সত্যিই যায়নি। বেশ কয়েকজন রক্ষী টেবিল জুড়ে বসে গুঞ্জন করছে।

স্টাট্‌লিকে ঢুকতে দেখে রক্ষীরা ওকে একবার আপাদ মস্তক দেখে নিল। স্টাট্‌লি অবশ্য তাতে ভ্রুক্ষেপ করল না। কারণ ওর সবুজ পোষাকটি তখন পায়ের পাতা পর্য্যন্ত নেমে আসা লম্বা কোটে ঢাকা। উইল স্টাট্‌লি কোণের একটা ফাঁকা টেবিলে গিয়ে বসল। ইশারায় মালিককে ডাকল। কানে কানে বলল ঃ "তোমার সঙ্গে আলাদা একটু কথা আছে।"

মালিক স্টাট্‌লিকে একটু অপেক্ষা করতে বলে চলে গেল।

এদিকে হয়েছে কি, একটা ধেড়ে বেড়াল অনেকক্ষণ থেকেই টেবিলের নিচে স্টাট্‌লির পায়ে গা ঘসছিল। স্টাট্‌লি দু'একবার পা দিয়ে ঠেলা মারল কিন্তু বেড়ালটা নড়লোনা। উল্টে আরো জোরে জোরে স্টাট্‌লির পায়ে গা ঘসতে লাগল। শেষে রেগে গিয়ে সে একটা পেল্লায় লাথি মারল বেড়ালটাকে। কিন্তু লাথি মারতেই স্টাট্‌লির কোটটা ফাঁক হয়ে গিয়ে তার ভেতরের সবুজ পোষাকটা বেরিয়ে পড়ল। আর যায় কোথায়। মুহূর্তে শেরিফের রক্ষীরা ঝাঁপিয়ে পড়ল স্টাট্‌লির ওপর। স্টাট্‌লি অনেক ধস্তাধস্তি করল। কিন্তু ওদের সঙ্গে পেরে উঠল না।

এদিকে আবার অনেকক্ষণ হল উইল স্টাট্‌লি ফিরছেনা দেখে রবিনের বড় চিন্তা হল। সে মনে মনে বলল ঃ "কিছু হলো নাতো ?"

এমন সময় সরাইখানার মালিক ছুটে এসে খবর দিল স্টাট্‌লি ধরা পড়েছে। শেরিফের রক্ষীরা ওকে নিয়ে শহরের দিকে রওনা হয়েছে।

খবরটা শোনামাত্র রবিনের মাথায় রক্ত চড়ে গেল; তক্ষুনি সে তাঁর সাথীদের ডেকে বলল ঃ "তোমরা যে যার পোষাক পাল্টে নাও। আমাদের এক্ষুনি শহরে যেতে হবে।"

রবিনের দল যখন শহরে পৌঁছোল, তখন সবে দুপুর। কিন্তু এই দুপুরেই পথের দু'ধারে মানুষ ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

"কী ব্যাপার মহাশয়, এঁরা সব কার জন্যে অপেক্ষা করছেন ?" রবিন একজন বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল।

রবিনের প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধের চোখতো কপালে! তাই উত্তর দেবার বদলে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করে বসলেন ঃ "মহাশয়ের বাস কি এই শহরে নয় ?"

রবিন বলল ঃ "আজ্ঞে আপনি ঠিকই ধরেছেন আমি অন্য শহরের বাসিন্দা। বিশেষ কাজে এখানে এসেছি।"

"তাই বলুন!" বৃদ্ধটি বেশ গর্বের সঙ্গে হাসলেন। তারপর বললেন ঃ বিখ্যাত দস্যু রবিন হুডের ডান হাত উইল স্টাট্‌লি ধরা পড়েছে। আজ তার ফাঁসি। এই পথ দিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে বলে লোকেরা সব দাঁড়িয়ে আছে।"

কয়েক মুহূর্তের জন্যে রবিন যেন বোবা হয়ে গেল। প্রিয় বন্ধুর ফাঁসি হবে! কথাটা ভাবতেই রবিনের দু'চোখ জলে টলমল করে উঠল।

খানিক বাদে রবিন নিজের মধ্যে ফিরে এল। সে নিজে একজন বীর। তার সঙ্গী সাথীরাও এক একজন সেরা যোদ্ধা। তারতো এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলা মানায় না। মুহূর্তে রবিনের চোখ মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। সে তার সঙ্গীদের নির্দেশ দিয়ে বলল ঃ "তোমরা যে যার মতো জায়গা করে দাঁড়িয়ে যাও। প্রাণ যায় যাক তবু বন্ধুকে শয়তানের মুঠো থেকে ছিনিয়ে আনা চাই।"

একটু বাদে দেখা গেল বাঘ্রি বাজিয়ে একটা কাঠের টানা গাড়িতে চাপিয়ে শেরিফের রক্ষীরা উইল স্টাট্লিকে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে আসছে। আর সবার আগে আগে রয়েছেন স্বয়ং শেরিফ। সাদা ঘোড়ায় চেপে টগ্‌বগিয়ে আসছেন তিনি।

রক্ষীদের উল্লাস আর লোকজনের কৌতূহলের মাঝে উইল স্টাট্লিকে দেখাচ্ছে বড় করুণ ওর দু'চোখের কোলে কালি। মাথার চুল এলোমেলো। গাল বেয়ে তখনও রক্ত ঝরছে। পোষাক শতছিন্ন। উইল আসছিল মাথা নীচু করে।

অনেকটা পথ এসে ও একবার মাথা তুলল। চারদিক তাকাল। মনে মনে বলল : "কাউকে দেখছিনা যে! তবে কী ওরা খবর পায়নি! আমার প্রিয় নেতা রবিন, সেও কী জানতে পারেনি?"

হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল উইল স্টাট্‌লি। একটু পরেই ওর ফাঁসি হবে। চিরদিনের জন্য বিদায় এই পৃথিবী থেকে ওকে নিতে হবে। বিদায় নিতে হবে ওর বন্ধুদের কাছ থেকে। যে সবুজ বনে ও একদিন খেলে বেড়াত, হাসি-আনন্দ করত, সেই বনে ও আর কোনদিনও ফিরতে পারবেনা। উইল স্টাট্‌লি আর ভাবতে পারলনা। চোখের জলে ওর দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এল। ও তাড়াতাড়ি চোখ দুটো বন্ধ করল। তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে অস্ফুষ্ট স্বরে উচ্চারণ করল ঃ "বিদায়।"

হঠাৎ একটা সোরগোল উঠতেই উইল ষ্টাট্‌লি চোখ মেলে তাকাল। দেখে মাথা মুড়ি দিয়ে দৈত্যকায় চেহারার কে একজন ঝড়ের গতিতে চারপাশের রক্ষীদের ঠেলে ফেলে দিয়ে ওর গাড়ির দিকে ছুটে আসছে। গাড়ির কাছাকাছি এসেই সে একের পর এক লাঠির ঘায়ে আশপাশের রক্ষীদের ধরাশায়ী করে একলাফে গাড়িতে উঠে পড়ল। তারপর দ্রুত উইল-এর হাতের বাঁধন খুলে ওকে নিয়ে ফের আর এক লাফে গাড়ি থেকে নেমেই ছুট দিল।

ওদের পালাতে দেখে অন্যান্য রক্ষীরা "ধর ধর" করে ওদের পিছু ধাওয়া করল। কিন্তু রক্ষীরা বেশী দূর এগোতে পারলনা, তার আগেই চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে ওদের পথ আটকে দিল।

অসহায় শেরিফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখলেন ওঁর চোখের সামনে দিয়ে শিকার পালিয়ে যাচ্ছে।

ছয়

রবিন ও শেরিফ মুখোমুখি

পর পর তিনবার রবিনের কাছে হেরে গিয়ে শেরিফ শেষে ঠিক করলেন যে এবার তিনি নিজেই রবিনকে পাকড়াও করবেন। অপদার্থ রক্ষীদের ওপর তিনি আর কোন ভরসাই করবেন না।

এদিকে শেরিফের ইচ্ছার কথা ওর রক্ষীদের মুখ থেকে চাউর হতে হতে শহর ছাড়িয়ে একদিন রবিনের কানে এল।

"এ্যাঁ।" শুনেতো রবিনের চোখ ছানাবড়া। সে তক্ষুনি তার সাথীদের ডেকে বলল ঃ "বন্ধুরা শোন, তোমাদের জন্য একটা জবর খবর আছে।"

"কী খবর! কী খবর!" বন্ধুরা রবিনকে ঘিরে ধরল।

রবিন বলল ঃ "আমি খবর পেয়েছি শেরিফ মশাই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তিনি নাকি একাই আমাকে গ্রেপ্তার করবেন।"

রবিনের কথা শুনে ওর সঙ্গী সাথীরা এত জোরে হেসে উঠেছিল যে বনের যত পশু পাখী এ-ওর দিকে চাওয়া-চাওয়ি করে বলে উঠল ঃ "এ আবার কী হাসিরে বাবা!"

তা যাই হোক, শেরিফের যখন ইচ্ছা হয়েছে যে রবিনকে তিনি একাই দেখে নেবেন তখন রবিনও তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে সাহায্য করার জন্যে একদিন এক কসাইয়ের কাছ থেকে এক গাড়ী বোঝাই মাংস কিনে কসাইয়ের ছদ্মবেশে চলল নটিংহাম শহরে।

বাজারে পৌঁছে রবিন দেখে বাজার জুড়ে বেশ কয়েকজন কসাই জাঁকিয়ে বসে মাংস বিক্রি করছে। রবিন নিজের গাড়ীটা এক পাশে দাঁড় করাল। তারপর বাজার কাঁপিয়ে হাঁক ছাড়ল ঃ "চলে আসুন, চলে আসুন, মহাশয় মহাশয়া···খোকারা খুকুরা···তাজা মাংস, খাসা মাংস···সস্তার মাংস···সস্তার মাংস।"

কসাই বেশী রবিনের হাঁক শুনে আর সস্তায় মাংস বিক্রি হচ্ছে জেনে হুড়মুড় করে লোকেরা সব রবিনের চারপাশে ভীড় জমিয়ে ফেলল। আর রবিনও মনের আনন্দে একটা চক্‌চকে ছুরি দিয়ে খচ্ খচ্ মাংসের চাকা কেটে যে যা দাম দিল তাইতেই থলিতে থলিতে তুলে দিতে লাগল।

রবিনের আজব কাণ্ড কারখানা দেখে অন্য কসাইরা তো সব হাঁ।

কেউ বলল ঃ "লোকটা বদ্ধ পাগল।"

কেউ বলল ঃ "বোকা।"

আবার কেউ বলল ঃ "লোকটা আসলে ভালো মানুষ। দেখছো না, ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে দেখলেই কেমন ছুটে গিয়ে কোলে তুলে আদর করছে আর বিনে পয়সায় মাংস দিচ্ছে।"

এদিকে এই আজব কসাইটার খবর পাওয়া মাত্র শেরিফ মশাইও ছুটে এলেন। "বাপু তুমি কে হে ?"

মুখ তুলেই রবিনতো 'থ। এযে স্বয়ং শেরিফ মশাই !

"হাঁ করে দেখছো কী ?"

শেরিফের কথায় রবিনের ঘোর কাটে। সে তাড়াতাড়ি হাত কচলাতে কচলাতে বিনয় করে বলল ঃ "আজ্ঞে, আমি একজন গরীব কসাই। দূর গাঁয়ে থাকি। গরু, ভেড়া, হরিণের পাল আছে বিস্তর, কিন্তু বিক্রি হয়না। তাই শহরে এসেছি দু'টো পয়সা লাভের মুখ দেখতে।"

"লোকটা বলে কী ! জলের দরে বিক্রি করে লাভের মুখ !"

লোভেতো শেরিফের মুখ দিয়ে লালা ঝরতে লাগল। আশপাশের লোকজনকে এক ধমকে সরিয়ে দিয়ে তিনি কসাই-বেশী রবিনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন ঃ "তোমার খোঁয়াড়ে কত কী আছে যেন বললে ?

"আজ্ঞে, গরু আছে, ভেড়া আছে, শুয়োর আছে, হরিণ আছে···

রবিনকে আর কথা শেষ করতে দিলেন না শেরিফ। তিনি তক্ষুনি রবিনকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেলেন নিজের প্রাসাদে। রাতে খুব আদর যত্ন করে খাওয়ালেন তারপর বললেন যে তিনি নিজেই খোঁয়াড়টি কিনে নিতে চান। দর দামও ঠিক হয়ে গেল।

পরদিন সকালেই ওরা রওনা হল। শেরিফ চললেন ঘোড়ায় চেপে আর রবিন নিজের গাড়ীতে। যেতে যেতে রবিন ভাবে ! "কী লোভী আর নীচ্ এই লোকটা। শহরের শেরিফ, কোথায় গরীব মানুষকে দেখবে, তাকে রক্ষা করবে তা না নিজেই চলেছে গরীব ঠকাতে !"

"কিহে বাপু, তোমার খোঁয়াড় আর কত দূর ?" অনেকটা পথ চলার পর শেরিফ রবিনকে জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ্ঞে, এইতো এসে গেছি।···ঐ যে দূরে বন দেখছেন ঐখানে।"

"ওটাতো শেরউডের বন !"

"আজ্ঞে ঐ বনের মধ্যেই তো আমার খোঁয়াড়।"

"আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও।" মুহূর্তে শেরিফ ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন।

"কী হলো হুজুর ?" রবিনও সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী থামায়।

শেরিফ আর কী বলবেন। শেরউডের নাম শুনেই তো তাঁর বুকে কাঁপুনি ধরে গেছে। কিন্তু কসাইটার সামনে তো আর সেটা প্রকাশ করা চলে না, তাই তিনি বললেন ঃ "ঐ জংগলে রবিন হুড নামে এক দস্যু বাস করে। দস্যুটার অত্যাচারে ওখানকার লোকজন একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। খুন, লুঠ কী না করছে সে। তাই ভাবছিলাম, তোমার সঙ্গে খোঁয়াড় দেখতে যাবো নাকি বনের কাছাকাছি যখন এসেই পড়েছি, শয়তানটাকে বেঁধে নিয়ে শহরে ফিরবো।"

"খুব ভালো হয় হুজুর। তখন বলা হয়নি ঐ রবিনের ভয়েই তো আমাকে সব জলের দরে বিক্রি করে দিতে হচ্ছে।"

এবার শেরিফ পড়লেন মহা ফাঁপরে। এখন তিনি কী করবেন?

এদিকে শেরিফকে চুপ করে থাকতে দেখে রবিন জিজ্ঞেস করল: "কী ভাবছেন আজ্ঞে?"

"ভাবছি বেলা পড়ে এসেছে, এখন বনে যাওয়া ঠিক হবে?"

"বনে যেতে হবে কেন? আপনি চাইলে এক্ষুনি আমি রবিনকে আপনার সামনে হাজির করে দিতে পারি।"

"কী করে।" শেরিফ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

রবিন পোষাকের আড়াল থেকে শিঙ্গা বের করে বলল: "এতে ফুঁ দেব আর বাপ বাপ বলে

রবিন আপনার সামনে হাজির হবে।" বলেই শেরিফকে কিছু বুঝতে না দিয়ে রবিন শিঙ্গায় তিন তিনটে ফুঁ দিল আর সঙ্গে সঙ্গে হো হো শব্দ তুলে সবুজ-সবুজ পোষাক-পরা রবিনের সঙ্গীসাথীরা ছুটে এল!

"একী! এ-সব পোষাকতো রবিনের লোকেরা পরে!" আতংকে শেরিফ চিৎকার করে উঠলেন।

"আজ্ঞে আপনি ঠিকই ধরেছেন। আর আমি হলাম রবিন হুড।"

ধপ্ করে একটা শব্দ হলো। রবিন দেখে শেরিফ মাটিতে পড়ে আছেন। রবিন তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে শেরিফের কাছে ছুটে গেল।

"ওরে হাওয়া কর হাওয়া কর। শেরিফ মশাই অজ্ঞান হয়ে গেছেন।"

রবিনের কথায় ওর সাথীরা হাওয়া করতে লেগে গেল। কেউ আবার ছুটে গিয়ে জল এনে শেরিফের চোখে মুখে জলের ছিটে দিতে লাগল। খানিকবাদে শেরিফের জ্ঞান ফিরল। শেরিফ চোখ মেলে তাকালেন। কিন্তু ওঠার চেষ্টা করলেন না। শুয়েই রইলেন।

"কী হল শেরিফ মশাই, আপনি না আমাকে গ্রেপ্তার করবেন্? উঠুন! গ্রেপ্তার করুন!"

শেরিফ আর কী বলবেন! তিনি হাঁউমাঁউ করে কেঁদে উঠে সোজা রবিনের পায়ে গিয়ে পড়লেন।

"আমার বড় অন্যায় হয়ে গেছে। এবারের মতো তুমি আমাকে মাফ করে দাও ভাই। আর কোনদিন তোমাকে আমি ঘাঁটাতে যাব না।"

"ঠিক আছে। আপনাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু খবরদার আর কখনও যেন গরীব মানুষকে ঠকাবার চেষ্টা করতে না দেখি।"

এই বলে রবিন শেরিফকে ঘোড়ায় উঠিয়ে দিল। ছাড়া পেয়ে সেই যে শেরিফ ঘোড়া ছোটালেন তারপর আর একটি বারের জন্যও পেছন ফিরে তাকালেন না।

সাত

দয়ালু রবিন

প্রাণে বেঁচে ফেরার পর অনেকদিন কেটে গেছে। শেরিফ আর একদিনের জন্যেও রবিনের নাম মুখে আনেননি।

রবিনও শেরিফের কথা ভুলে যায়। এইভাবে বেশ কিছুদিন কাটবার পর রবিন একদিন তার সাথীদের ডেকে বলল: "দেখো, অনেকদিন আমরা গরীবদের দিকে খুব একটা মন দিতে পারিনি। আমার ইচ্ছে, এখন থেকে পুরো সময়টাই আমরা গরীবদের জন্যে ব্যয় করি।"

রবিনের কথায় ওর সাথীরাও সায় দিল।

শুরু হল নতুন পর্ব।

রবিন নির্দেশ দেয় "তোমরা রোজ নিয়ম করে বনের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকবে। যেই কোন ধনী ব্যক্তিকে বনের পথ দিয়ে যেতে দেখবে অমনি তাকে ধরে সোজা আমার সামনে হাজির করবে। বাকী কাজ আমার।"

রবিনের নির্দেশ মতো ওর সঙ্গীরা বনের আনাচে-কানাচে ওত পেতে থাকতো আর বড়লোক দেখলেই রবিনের কাছে ধরে নিয়ে হাজির করত।

রবিন সেই বড়লোকটিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতো। তারপর অতিথির সম্মানে একটা মস্ত ভোজ দিত।আর ভোজের শেষে অতিথি মহাশয়ের কাছ থেকে মোটা টাকা দাবি করত। সেই টাকা ওরা গ্রামে গ্রামে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে আসত।

রোজকার মতো সেদিনও রবীনের সাথীরা ওত পেতে রয়েছে। এমন সময় ওরা দেখতে পেল একটা কালো রং এর ঘোড়ায় চেপে এক নাইট ওদের দিকেই আসছে।

কাছাকাছি আসতেই লিটল জন একলাফে বন থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে নাইট-এর পথ রোধ করে দাঁড়াল। পেছন পেছন অন্যেরাও এসে পড়ল।

"সুপ্রভাত নাইট মহাশয়। আমরা এতক্ষণ আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।"

"আমার জন্যে!" জনের কথায় নাইট যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

জন বলল: "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনারই জন্যে।"

নাইট আগের মতোই বিস্মিত কণ্ঠে বললেন: "কেন বলুন তো!"

জন বলল: "আমাদের দলপতির সঙ্গে আপনাকে একবার দেখা করে যেতে হবে।"

মুহূর্তে নাইট-এর বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেল। চারিদিক চোখ চালিয়ে বুঝলেন তিনি রবিনের দস্যুদলের কবলে পড়েছেন। আতংকে তাঁর মুখ কালো হয়ে গেল।

এদিকে নাইটকে উত্তর দিতে না দেখে জন অধৈর্য্য হয়ে উঠল। "কী হলো মহাশয় আমার কথাটা কি কানে ঢোকেনি? চলুন···চলুন···আমাদের হাতে সময় নেই।"

নাইট ভালো করেই জানেন রবিনের সঙ্গে দেখা করার অর্থ কী? তিনি তাই বিনয় করে বললেন: "দেখুন রবিন হুডের সঙ্গে দেখা করতে পারলে আমি খুশীই হতাম। বলতে কি আজকের দিনটা আমার কাছে একটা স্মরণীয় দিন হয়ে থাকত। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, রবিন হুডকে খুশী করার মতো কোন সামর্থ্যই আজ আমার নেই। তাই দয়া করে আমাকে যদি ছেড়ে দেন।"

কিন্তু রবিনের সাথীরা শুনলো না। এতবড় শিকার ওরা কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজী নয়। তাছাড়া ওদের ওপর কড়া নির্দেশ আছে নাইটদের দেখা মাত্রই রবিনের কাছে হাজির করতে হবে।

রবিনের সাথীরা তাই জোর করেই নাইটকে রবিনের কাছে ধরে নিয়ে গেল। রবিনকে দেখিয়ে জন বলল: "ইনি আমাদের দলপতি রবিন হুড। এখন আপনার কী বলার আছে একে বলুন।"

নাইট ঘোড়া থেকে নেমে রবিনের কাছে এগিয়ে গেলেন: "আপনার নাম আমি অনেক শুনেছি। আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে আমি গর্ব বোধ করছি। কিন্তু আজ আমার বড় দুঃখের দিন। আপনাকে বলতে লজ্জা নেই, আজ আমি পথের ভিখারী হতে চলেছি। যে ঘোড়াটি আমার সঙ্গে দেখছেন, আজ তার মালিকানাও হাত বদল হতে চলেছে।" কথা বলতে বলতে নাইট-এর দু'চোখ জলে ছল্‌ছল্‌ করে উঠল।

একজন নাইটকে এভাবে চোখের জল ফেলতে দেখে রবিনের বড় মায়া হল। সে তাড়াতাড়ি নাইটকে পাশে বসিয়ে জিজ্ঞেস করল: "যদি কিছু মনে না করেন, আপনার ভিখারী হওয়ার কারণটা জানতে পারি কি?"

নাইট বললেন: "বছর খানেক আগে আমার একমাত্র ছেলের সঙ্গে অসি-যুদ্ধে একজন প্রতিবেশী-নাইট মারা যান। কিন্তু মৃত্যুর জন্যে ঐ নাইট পরিবারের লোকজন আমার কাছে অনেক টাকা ক্ষতি-পূরণ দাবি করে। ছেলেকে সাজার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আমি শেষ পর্য্যন্ত ক্ষতি-পূরণ দিতে রাজী হই। কিন্তু যে টাকাটা ওরা তখন দাবি করেছিল সে-সময় আমার কাছে তা ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে আমি আমার জমি বাড়ি নটিংহাম শহরের এক বিশপের কাছে বন্ধক রেখে টাকা ধার করি। আজ শোধ দেবার শেষ দিন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিছুই জোগাড় করতে পারিনি। তাই চলেছি বিশপের নামে সব কিছু লিখে দিতে।"

কথা শেষ করে নাইট ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

রবিনের মন এতে একেবারে গলে গেল। সে আবার জিজ্ঞেস করল: "ঠিক কত টাকা আপনি ধার করেছিলেন দয়া করে জানাবেন কি?"

নাইট বললেন: "হাজার পাউণ্ড।"

রবিন বলল: "টাকাটা যদি আমি দিই।"

রবিনের কথায় নাইট চম্‌কে উঠলেন! একী শুনছেন তিনি! নাইট যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

রবিন বলল: "অবাক হবেন না। আমি সব সময় অন্যায়ের বিপক্ষে। আপনার ছেলেকে অন্যায়ভাবে দায়ী করে আপনার কাছ থেকে ক্ষতি-পূরণ আদায় করা হয়েছে। আজ আপনার বিপদের দিনে আমি তাই আপনাকে সাহায্য করতে চাই। পরে যখন পারবেন আমাকে শোধ করে দেবেন।"

এই বলে রবিন হাজার পাউণ্ড ভর্তি সবুজ রং এর একটা থলি নাইট-এর হাতে তুলে দিল।

এদিকে ম্যাজিস্ট্রেটকে সামনে বসিয়ে রেখে বিশপতো আনন্দে মত্ত। একটু বাদেই তিনি বিশাল সম্পত্তির মালিক হবেন। আগে থাকতেই তিনি খবর পেয়েছেন নাইট রওনা হয়েছেন খালি হাতে।

বিশপ তাই ঘন ঘন ভৃত্যকে তাগাদা দিচ্ছেন: "কী খবর রে? আসছেন দেখলি? দেখ দেখ ফের ছাদে গিয়ে দেখ!"

ভৃত্য ছাদ থেকে ছুটে এসে খবর দিল: "একটা ঘোড়া ছুটিয়ে কে যেন আসছেন!"

ব্যস্‌। বিশপকে আর পায় কে! তিনি সঙ্গে সঙ্গে কাগজ পত্তর গুছিয়ে নিয়ে বসলেন। নাইট এলেই কলমটি এগিয়ে ধরবেন। একটি সই। কিস্তিমাৎ।

কিন্তু একী!

টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে নাইট যেই হাজার পাউণ্ড বিশপের টেবিলে ছড়িয়ে দিলেন তা' দেখে বিশপ তো হাঁ। অনেকক্ষণ তিনি কোন কথা বলতে পারলেন না।

শেষে মনের কথা চেপে রাখতে না পেরে চিৎকার করে উঠলেন: "আমি যে শুনেছিলাম আপনি কানাকড়িও জোগাড় করতে পারেননি! এত টাকা আপনি পেলেন কোথায়!"

নাইট বিশপের কথার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি শুধু বললেন: "আপনার টাকা বুঝে নিন। আমার দলিলটা ফেরৎ দিন।"

বিশপ আগের মতোই উত্তেজিত হয়ে বললেন: "কিন্তু টাকাটা আপনি পেলেন কোথায়?"

ম্যাজিস্ট্রেট এতক্ষণ কোন কথা বলেননি। এবার তিনি মুখ খুললেন। বিশপকে বললেন ঃ "দেখুন বন্ধকের নিয়ম অনুযায়ী টাকাটা ফেরৎ পাবার পর আপনি ওঁকে দলিলটা ফেরৎ দিতে বাধ্য। কোথা থেকে টাকাটা এসেছে সেটা এখানে বিচার্য নয়।"

ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের পর আর কথা চলেনা। বিশপ তাই উঠে দাঁড়ালেন। সিন্দুক থেকে দলিলটা বের করলেন। নাইট-এর হাতে তুলে দিলেন। তারপর সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

আট

রবিনের হাতে বিশপ টিট।

পুরো একটা দিন বিছানা নেবার পর, বিশপ কিছুটা ধাতস্ত হলেন। তিনি ঠিক করলেন শোধ-পাওয়া টাকাটা কোন লাভজনক ব্যবসায় খাটাবেন। সঙ্গে নিজের কিছু টাকাও তাতে যোগ করবেন। এইভাবে যে টাকাটা লাভ হবে সেই টাকা দিয়ে তিনি পছন্দমত সম্পত্তি কিনে সদ্য হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া সম্পত্তির শোক ভুলবেন।

বিশপ আর দেরী করলেন না। কোমরের ছ'পাশে টাকা-ভর্তি ছুটো থলি গুঁজে সেই দিনই ঘোড়া ছোটালেন। অনেকটা পথ ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি প্রায় শেরউডের কাছাকাছি এসে পড়লেন।

এতক্ষণ লাভের অঙ্ক কষতে থাকায় বিশপ খেয়ালই করেননি কোন পথ দিয়ে কোথায় এসে পড়েছেন তিনি! খেয়াল হতেই তিনি চমকে উঠলেন!

"এতো শেরউডের বন! রবিন হুডের ঘাঁটি! সর্বনাশ! রবিনের চোখে পড়লে তো সব লুঠ হয়ে যাবে!"

বিশপ মুহূর্তে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন। চিঁ হিঁ হিঁ ডাক ছেড়ে ঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়ল।

"চুপ! চুপ! একদম চেঁচাবি না!"

ঘোড়াকে সাবধান করে বিশপ ভাবতে লাগলেন। এখন তিনি কী করবেন? শেরউডের পাশ দিয়েই যাবেন নাকি অন্যপথ ধরবেন?

বিশপ মহা ধাঁধার মধ্যে পড়লেন। হঠাৎ তাঁর মনে এলো: "তাইতো! নাইট এলেন কী করে? তিনি তো এই পথ ধরেই এসেছেন। তাহলে?...তাহলে কী রবিন এখন বনে নেই? অন্য কোথাও গেছে?"

বিশপ ভাবলেন তাই হবে। তা নইলে তো রবিনের চোখে ধূলো দিয়ে অতগুলো টাকা নিয়ে শেরউডের বন পার হওয়া সোজা কথা না!

মনে মনে একশোভাগ নিশ্চিন্ত হয়ে বিশপ ফের ঘোড়া ছোটালেন। আবার অনেকটা পথ নিরাপদে পার হবার পর তিনি ফের লাভের অঙ্ক কষতে শুরু করলেন। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন বাজখাঁই গলায় ডেকে উঠল: "দাঁড়ান।"

বিশপ পেছন ফিরলেন কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। ভাবলেন তিনি ভুল শুনেছেন।

কিন্তু পরক্ষণেই ডাকটা আরও জোরে শুনতে পেলেন এবং স্পষ্ট। "দাঁড়ান বলছি। ঘোড়া দাঁড় করান।"

বিশপ এবার সত্যি সত্যিই ঘাবড়ে গেলেন। পেছন থেকে হাঁকাহাঁকিটা যে তাঁকে উদ্দেশ করে আর তাঁকেই যে দাঁড়াতে বলা হচ্ছে এ ব্যাপারে তাঁর কোন সন্দেহ রইল না। কিন্তু তিনি ভাবলেন যেই ডাকুক এরকম একটা বিপজ্জনক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়াটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবেনা। তিনি তাই দ্বিগুণ জোরে ঘোড়া ছোটালেন।

হঠাৎ ফ-র্-র্-র্ করে একটা তীর বিশপের ডান কানের পাশ দিয়ে উড়ে গেল।

বিশপ আরও জোরে ঘোড়া ছোটালেন।

এবার কানের বাঁদিক দিয়ে একই ভাবে শব্দ তুলে আর একটা তীর উড়ে গেল।

দেখতে দেখতে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বিশপের ছ'কানের পাশ দিয়ে ফর্‌র্‌র্‌ ফর্‌র্‌র্‌ শব্দ তুলে উড়ে যেতে লাগল।

প্রাণভয়ে বিশপ শেষ পর্য্যন্ত ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন। কিন্তু পেছন ফিরে তাকাতেই তাঁরতো আত্মারাম খাঁচা ছাড়া।

দেখলেন তীর ধনুক বাগিয়ে সবুজ-সবুজ-পোষাকপরা একদল লোক তাঁর দিকেই ছুটে আসছে। বিশপ পলকেই বুঝে গেলেন এরা আর কেউ নয়, এরা সবাই রবিনের দলবল।

ওরা কাছে আসতেই বিশপ কাকুতি মিনতি করে উঠলেন ঃ "দোহাই আপনাদের। আমাকে ছেড়ে দিন। আমি একটা ধর্ম সভায় যাচ্ছি।"

উত্তর এলো ঃ "ধার্মিক মানুষদের আমরা সর্বদাই সম্মান করি। আমাদের দলপতিরও তাই নির্দেশ। কিন্তু শেরউডের পাশ দিয়ে যেতে হলে শেরউডের রাজার সঙ্গে যে একবার দেখা করে যেতে হয় তা কী আপনার স্মরণে নেই?"

"আছে বাবা। কিন্তু আজ আমার একটু তাড়া আছে। তাই কথা দিচ্ছি ফেরার পথে নিশ্চয়ই দেখা করব।"

বিশপের কথার উত্তরে রবিনের দলের একজন বলল ঃ "দেখুন, এ ব্যাপারে আমাদের করার কিছুই নেই। আমাদের ওপর দলপতির হুকুম যিনিই এ-পথ দিয়ে যাবেন তাকেই একবার তার সামনে হাজির করতে হবে। সুতরাং আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতেই হচ্ছে।"

অগত্যা বিশপকে যেতেই হল।

"স্বাগতম্! স্বাগতম্!" বিশপকে অভ্যর্থনা জানাতে দু'হাত বাড়িয়ে শেরউডের রাজা রবিনহুড এগিয়ে এল। 'আজ আমার কী সৌভাগ্য! আপনার মতো ধর্মপ্রাণ মানুষ শেরউডের বনে পা রাখলেন! আজ শেরউড ধন্য হল!"

এদিকে বিশপের অবস্থাতো সঙ্গীণ। তিনি ভেতরে ভেতরে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছেন আর দু'হাতে কোমরের দু'পাশে গুঁজে রাখা টাকার থলি দুটো চেপে ধরেছেন।

বিশপ কোমরের দু'পাশ থেকে মুহূর্তের জন্যেও হাত সরাচ্ছেন না দেখে রবিনের কেমন যেন সন্দেহ হল। "হাত দু'টো ওভাবে চেপে রয়েছে কেন? কী আছে ওখানে?"

এদিকে রবিন যে বিশপের হাত দুটোর ওপর তীক্ষ্ম নজর রেখেছে সেটা বুঝতে পেরে বিশপ তাড়াতাড়ি রবিনের দৃষ্টি ঘোরাতে বলে উঠলেন ঃ "আজ আপনি আমাকে যে সম্মান জানালেন তার জন্যে আমি আনন্দিত। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে, আমার পক্ষে এখানে বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব হচ্ছে না। একটা ধর্ম সভায় চলেছি। ইতিমধ্যেই অনেক দেরী হয়ে গেছে। তাই যদি অনুগ্রহ করে আমাকে যাবার অনুমতি দেন।"

"নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। ধর্ম কথা শোনাবেন এতো খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু আপনাকে দেখে আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে! আপনি সত্যি সত্যিই একজন বিশপ তো?"

রবিনের প্রশ্নে বিশপের কাঁপুনি দ্বিগুণ হল। তিনি রবিনের সন্দেহ দূর করার জন্যে বললেন ঃ "কেন? কেন? আমার পোষাক দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে আমি কে! কী আমার পরিচয়।"

রবিন বলল ঃ "সেতো বুঝতে পারছি। কিন্তু তখন থেকে দু'হাতে কোমরের দু'পাশে আপনি কী চেপে রয়েছেন?

"কিচ্ছু না। কিচ্ছু না।" বিশপ প্রায় ডুকরে উঠে হাতের মুঠি আরও শক্ত করলেন।

বিশপকে হাতের মুঠি শক্ত করতে দেখে রবিনের সন্দেহ আরও বেড়ে গেল।

সে বলল : "দেখুন আমার যখন সন্দেহ হয়েছে তখন আপনাকে একবার গাউনটা কোমরের ওপর তুলে দেখাতেই হবে।"

কিন্তু বিশপ রাজী হন না। তিনি ক্রমাগত বলে চললেন : "আমাকে ছেড়ে দিন। আমার কাছে কিছু নেই।"

রবিন আবার বলল : "হয় নিজে দেখান, নাহলে আমার লোকেরা কাজটা করতে বাধ্য হবে।"

এবারও বিশপ সেই আগের মতোই "ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন" করতে লাগলেন।

শেষে রবিনের কথায় লিট্‌ল জন গাউনটা তুলে ধরতেই দেখা গেল কোমরের দু'পাশে দুটো পেট মোটা থলি। তারমধ্যে নাইটকে দেওয়া রবিনের সেই সবুজ থলিটাও রয়েছে।

রবিন মনে মনে বলল : "ইনিই তাহলে সেই বিশপ।" তারপর এগিয়ে গিয়ে বিশপের কোমর থেকে সবুজ থলিটা তুলে নিল। গুণে দেখল পুরো হাজার পাউণ্ডই রয়েছে।

থলিটা নিজের কাছে রেখে দিয়ে বিশপকে জিজ্ঞেস করল : "আপনার কিছু বলার আছে?"

বিশপ আর কী বলবেন! তারতো তখন প্রাণের পাখী উড়ে গেছে। তাই চিঁ চিঁ করে বললেন : "না নেই।"

"তবে আসুন।"

এই বলে রবিন দলের একজনকে বলল : "যাও, আজই নাইট মশাইকে জানিয়ে দাও, ধারের টাকাটা তাঁকে আর শোধ দিতে হবে না। টাকাটা শোধ হয়ে গেছে।"

নয়

লণ্ডনে লক্ষ্যভেদ।

আরও কিছুদিন পরের কথা। খোদ লণ্ডন শহরে তখন সাজ-সাজ রব। উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে লণ্ডন। কয়েক দিনের মধ্যেই সারা দেশের শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজরা রাজা রানীর সামনে শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজের স্থান নিয়ে লড়াই করবে।

প্রতি চার বছর অন্তর লণ্ডনে এই প্রতিযোগিতা হয়ে আসছে। তবে প্রতিবারই রাজার রক্ষীবাহিনীদের মধ্যেই প্রতিযোগিতাটা সীমাবদ্ধ থাকে। শ্রেষ্ঠ তীর ছুঁড়িয়েরা সব রাজার বাহিনীতেই কাজ করে কিনা।

সুদূর ইংল্যাণ্ডের রাজধানী লণ্ডন শহরে কখন কী হয় বা হচ্ছে শেরউড়ের বনে বসে রবিন তার কোন খবরই রাখে না। রাখার কথাও না। কোথায় লণ্ডন আর কোথায় শেরউড!

কিন্তু লাল ভেলভেটের উজ্জ্বল পোষাক পরে নীল স্কার্ফ উড়িয়ে দুধসাদা ঘোড়ায় চেপে ইংল্যাণ্ডের রানী এলিয়েনরের ব্যক্তিগত দূত যখন শেরউডের বনে এসে রবিনের সঙ্গে দেখা করে তাকে বলল : "ইংল্যাণ্ডের রানীর ইচ্ছা লণ্ডনের আসন্ন লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে রবিন শ্রেষ্ঠ স্থানটি দখল করুক" তখন রবিনের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

রবিনকে বিস্মিত করে দূত আরও বলল : "রানী শুধু ইচ্ছাই প্রকাশ করেননি, শুভেচ্ছা-স্বরূপ একটি সোনার অঙ্গুরীয় পাঠিয়ে দিয়েছেন।"
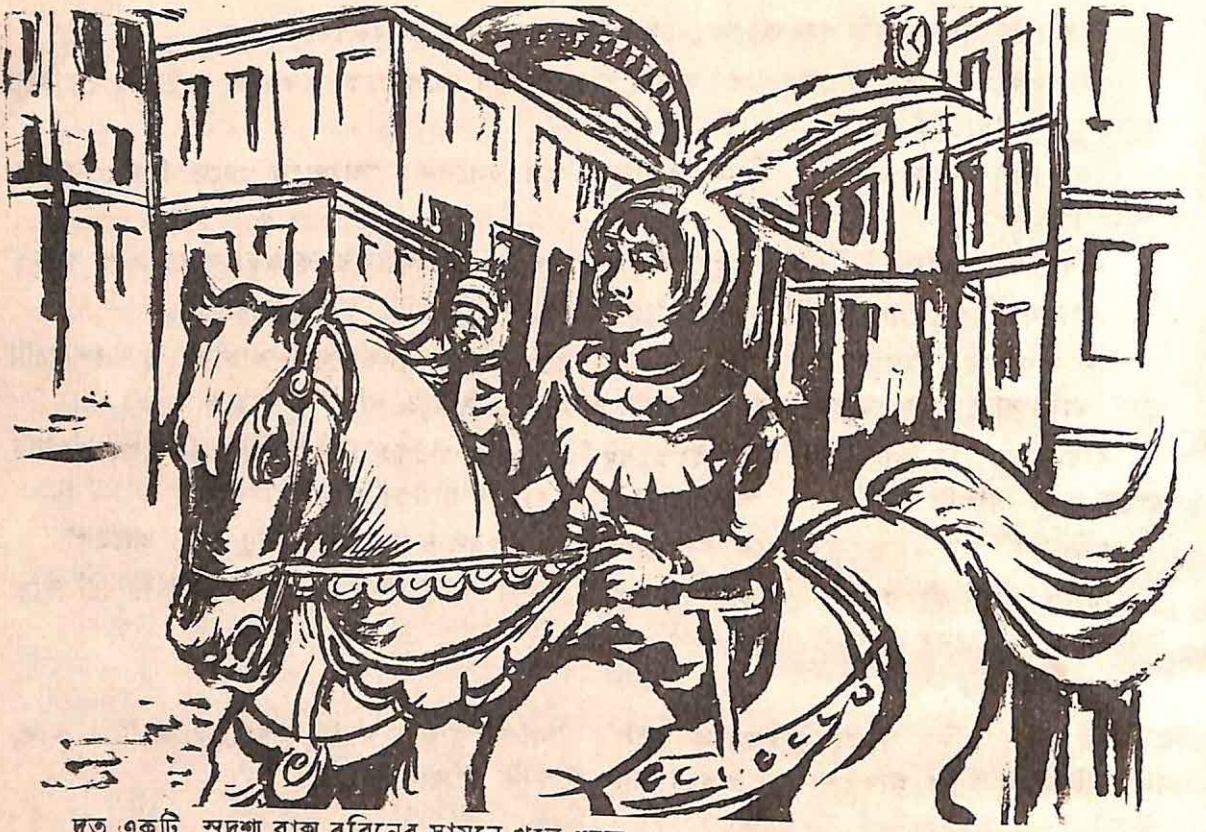
দূত একটি সুদৃশ্য বাক্স রবিনের সামনে খুলে ধরল।

"রানী আরও জানিয়েছেন লণ্ডনে রবিনকে রক্ষা করার দায়িত্ব রানীর নিজের। রবিন যেন নির্ভাবনায় প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।"

দূত প্রায় এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

ইতিমধ্যে রবিনের চারপাশে ওর সঙ্গীসাথীরা এসে জড়ো হয়েছে। রানীর ইচ্ছার কথা শুনে ওরাও হতবাক। কারও মুখে কোন কথা নেই। সবাই চুপ।

শেষে রবিনই স্তব্ধতা ভাঙ্গল। সে এগিয়ে গিয়ে বাক্স থেকে আংটিটি তুলে আঙ্গুলে পরতে পরতে বলল: "আমি রাজী। শুধু আমাকে একবার পোষাকটা পাল্টে আসবার সময় দিন।"

রবিন ফিরে এল আকাশী নীল রং-এর পোষাক পরে। মাথায় তার ঝক্‌ঝকে শিরস্ত্রাণ। তারপর উইল স্টাট্‌লির ওপর দলের দায়িত্ব দিয়ে রানীর দূতের সঙ্গে রওনা হল লণ্ডনের পথে।

রাজ প্রাসাদে পৌঁছে দূত রবিনকে সোজা নিয়ে গেল রানীর অতিথি-কক্ষে।

খবর পেয়েই হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন রানী।

রবিন হাঁটুগেড়ে বসে রানীকে অভিবাদন জানাল।

রানী বললেন: "তুমি এসেছো দেখে আমি খুশী হয়েছি। আশা করি আগামীকাল তুমি শ্রেষ্ঠ স্থানটি জয় করছো।"

"আপনার ইচ্ছা পূরণ করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।" রবিন বিনীত ভাবে উত্তর দিল।

পরদিন রোদ-ঝলমল সকাল থেকে কাতারে কাতারে মানুষ এসে ষ্টেডিয়াম ভর্তি করে দিল। ষ্টেডিয়াম ঘিরে লাল নীল হলুদ সবুজ নানান রং বেরঙের পতাকা উড়ছে।

যথাসময়ে রাজা ও রানী সুদৃশ্য মঞ্চে এসে বসলেন। সঙ্গে এলেন পারিষদ ও নানান অতিথিবৃন্দ।

শুরু হল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। প্রথমে এল বিউগল বাজিয়ের দল। তারপর ব্যাণ্ড-বাহিনী। সবশেষে এল ট্রামপেট বাজিয়ের দল।

বাজনদারদের পেছন পেছন সার দিয়ে প্রতিযোগিরা মাঠে প্রবেশ করল।

প্রতিযোগিতা শুরু হবার মুখে রানী রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন: "আচ্ছা এবার কে জিতবে বলতে পারো?"

রানীর প্রশ্নশুনে রাজাতো অবাক! তিনি বললেন: কেন, গিলবার্ট! ওর চেয়ে দক্ষ তীরন্দাজ আর কে আছে?"

রানী বললেন: "না। এবার তোমার রক্ষীদের মধ্যে কেউই জিতবে না। জিতবে বাইরের একজন।"

রাজা বললেন: "অসম্ভব।"

রানী বললেন: "বাজী।"

রাজা বললেন: "রাজী।"

এদিকে পর পর কয়েক রাউণ্ড তীর ছোঁড়ার পর মাত্র পাঁচজন টিঁকে রইল। এদের মধ্যে গিলবার্ট সমেত রাজার রক্ষীবাহিনীর চারজন আর ছদ্মবেশী রবিনহুড রয়েছে।

শুরু হল ফাইনাল রাউণ্ড।

প্রথমে গিলবার্ট বাদে রাজার অন্য রক্ষীরা ছুঁড়ল। ওদের তীরগুলো লক্ষ্যভেদের কেন্দ্রবিন্দুর তিন দিকে গেঁথে গেল। এবার ছুঁড়ল গিলবার্ট।

দেখা গেল গিলবার্টের তীর ছুটে গিয়ে কেন্দ্রবিন্দুতে গেঁথে রয়েছে।

গিলবার্টের নিপুণ লক্ষ্যভেদে উল্লসিত হয়ে রাজা রানীকে ঠেস দিয়ে বললেন: কী হল? গিলবার্টের তীর যে কেন্দ্রবিন্দুতে গেঁথে গেল। বাজী হারলে তো?

রানী আর কী বলবেন! সত্যিইতো। গিলবার্টের তীর যেভাবে কেন্দ্রবিন্দু দখল করে রয়েছে তাতে হার না মেনে উপায় কী? তিনি তাই মাথা নীচু করলেন।

সব শেষে রবিন যে ছদ্মনাম নিয়েছে সেই নাম ডাকা হল। রবিন এসে দাঁড়াল। ঠাণ্ডামাথায় ধনুকে তীর লাগিয়ে একবার রানীর দিকে তাকাল, দেখল রানী মুখ নীচু করে রয়েছেন।

রবিন রানীর দিক থেকে মুখ ফেরাল। ধনুক তুলে লক্ষ্যভেদের কেন্দ্রবিন্দুতে গেঁথে থাকা গিলবার্টের তীরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর ছিলায় লম্বা টান দিয়ে কান পর্য্যন্ত টেনে এনে তীরটা ছেড়ে দিল।

রাজা রানী সমেত ষ্টেডিয়াম ভর্তি লোক অবাক হয়ে দেখল ছদ্মবেশী রবিনের তীরটা বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে গিয়ে গিলবার্টের তীরটাকে মাঝখান থেকে চিরে দু'ভাগ করে ছিট্‌কে ফেলে দিয়ে সোজা কেন্দ্রবিন্দুতে গেঁথে রয়েছে।

অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য!

রবিনের অকল্পনীয় লক্ষ্যভেদ দেখে ষ্টেডিয়ামের সমস্ত মানুষ একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল। তারপর পিল পিল করে ছুটে এসে চারদিক থেকে রবিনকে ঘিরে ধরল।

আর রানীর তখন সে-কী আনন্দ।তিনি শিশুর মতো লাফিয়ে উঠে হাততালি দিতে লাগলেন

এদিকে রবিনকে ঘিরে সকলে যখন আনন্দ করছে রাজাকে ঘিরে তখন আর এক খেলা শুরু হয়ে গেছে।

হয়েছে কী, নটিংহামের শেরিফ আর বিশপ, যাঁরা আজকের প্রতিযোগিতায় অতিথি হয়ে এসেছিলেন, তাঁরা হঠাৎ রবিনকে চিনে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা রবিনকে দেখিয়ে দেখিয়ে রাজাকে কি যেন বলতে লাগলেন। আর রাজা যত শোনেন ততই রেগে লাল হয়ে উঠতে লাগলেন।

এত হৈচৈ আর আনন্দের মধ্যে রানীর কিন্তু ব্যাপারটা নজর এড়ায়নি। বিপদ বুঝে তিনি তক্ষুনি তাঁর দূতকে ডেকে পাঠিয়ে রবিনের নামে একটা চিরকূট ধরিয়ে দিলেন।

দূত ছুটে গিয়ে ভীড় ঠেলে রবিনের কাছে পৌঁছে চিরকূটটা এগিয়ে দিয়ে বলল: "একজন ভদ্রমহিলা এটি পাঠিয়েছেন।"

রবিন চিরকূটটা খুলে দেখে তাতে লেখা—"সিংহ গর্জন করছে। দূতকে অনুসরণ কর।"

সিংহটি যে মহামান্য রাজামশাই আর ভদ্রমহিলা স্বয়ং রানী এটা বুঝতে রবিনের দেরী হল না। সে তাই রানীর নির্দেশ মতো দূতকে অনুসরণ করল।

রবিনকে নিরাপদে লণ্ডন পার করে দিয়ে দূত গিয়ে রানীকে খবরটা দিতে রানী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। মনে মনে বললেন: "যাক কথা রাখতে পেরেছি তাহলে।"

এদিকে অতবড় একটা কীর্তির পর হঠাৎ ঐ রকম একটা বিপদের খবর পেয়ে রবিন প্রথমটায় খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। অবশ্য ভয় পাওয়ারই কথা। একে রবিন একা তারওপর অচেনা জায়গা। তার চেয়েও বড় কথা, রানী যতই আশ্বাস দিন রাজা ক্ষেপলে উপায় আছে!

এখন অবশ্য রবিনের বেশ ভালোই লাগছে। চলেওছে নিশ্চিন্তে। তবে থেকে থেকে দুঃখ হচ্ছিল এই ভেবে যে রানীর সঙ্গে শেষ দেখাটা করে আসতে পারলনা।

ওদিকে লণ্ডনের কোথাও রবিনকে খুঁজে না পেয়ে শেরিফ আর বিশপ রাজার বিশাল বাহিনী নিয়ে শেরউডের পথে ধাওয়া করলেন।

রবিন কিন্তু এ-সবের কিছুই জানে না। সে শুধু এইটুকু জানে যে নিরাপদে লণ্ডন পার হতে পেরেছে যখন তখন আর কোন চিন্তা নেই। সে তাই কতক্ষণে শেরউডে পৌঁছে বন্ধুদের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদে মাতবে সেই কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছে।

হঠাৎ দূরে একটা কোলাহল শোনা গেল। ঘাড় ঘোরাতেই রবিন দেখে একদল অশ্বারোহী টগ্‌বগিয়ে ওর দিকে ছুটে আসছে। ওদের দেখেই রবিন চম্‌কে উঠল।

সর্বনাশ!

ওরা যে সব রাজার বাহিনী! রবিন সঙ্গে সঙ্গে দৌড় লাগাল।

কিন্তু দৌড়োলে কী হবে? রাজার বাহিনীর সঙ্গে ও পারবে কী করে? রাজার বাহিনী আসছে ঘোড়া ছুটিয়ে। ঘোড়ার সঙ্গে দৌড়ে মানুষ কখনও পারে?

রবিন তাই এ-পথ সে-পথ নানা পথে ছুটে একসময় বেজায় হাঁপিয়ে পড়ল। ভাবলো একটু জিরিয়ে নিলে হয়। কিন্তু জিরোবে কী? দূর থেকে খটাখট শব্দ এগিয়ে আসতেই ওকে ফের দৌড় লাগাতে হল।

আরও খানিকটা ছোটার পর রবিনের হাত পা একেবারে অবশ হয়ে এল। আর এক-পাও ছোটার ক্ষমতা রইল না তার। নিরুপায় রবিন পথের মধ্যেই বসে পড়ল। এদিকে খটাখট শব্দ দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল।

কী করবে রবিন? শেষে কি ধরা দেবে? জেলে যাবে? রবিন আর ভাবতে পারল না। ওর ভাবনা-চিন্তা সব যেন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল।

এমন সময় রবিন দেখে উল্টোদিক দিয়ে একটা মুচি ব্যাগপত্তর ঘাড়ে ওর দিকে আসছে। মুচিটাকে দেখে রবিনের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে একছুটে মুচিটার কাছে গিয়ে বলল: "সুপ্রভাত মহাশয়। আজ আমার জন্ম দিন। আমার তাই ইচ্ছা, আজকের এই আনন্দের দিনে আমি আমার এই সুন্দর পোষাকটা আপনাকে পরিয়ে আপনার ছেঁড়া পোষাকটা আমি পরি।"

শুনে তো মুচি মহাখুশী। সে সঙ্গে সঙ্গে নিজের ছেঁড়া পোষাকটা খুলে দিয়ে রবিনের পোষাকটা পরে নিল। তারপর মাথায় শিরস্ত্রাণ চাপিয়ে একগাল হেসে বলল: "আজ আর কাজ করে লাভ নেই। তার চেয়ে বউ:কে নিয়ে বেড়াতে বেরোই।" বলেই মুচিটা বাড়ির দিকে দৌড় লাগাল।

কিন্তু মুচিটার আর বাড়ি পৌঁছানো হল না। তার আগেই ঝড়ের গতিতে ছুটে এসে বাজপাখীর মতো ছোঁ মেরে রাজার বাহিনী ওকে তুলে নিয়ে গেল।

রবিন হুড ধরা পড়েছে শুনে শেরিফতো আনন্দে আত্মহারা। অনেক দিনের সাধ আজ তাঁর পূর্ণ হয়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঢালাও ভোজের হুকুম দিলেন। তারপর খোশ-গল্প করতে করতে রবিনকে দেখতে গেলেন।

কিন্তু একী! এ কাকে ধরে এনেছে এরা! রবিনের পোষাকে এই লোকটা কে! বন্দীকে দেখেই শেরিফ চিৎকার করে উঠলেন।

শেরিফের চিৎকার শুনে, "কেন হুজুর, কেন হুজুর" করে রাজার রক্ষীরা ছুটে এল।

শেরিফ আগের মতোই চিৎকার করে বললেন: "এতো অন্য লোক! এতো রবিন নয়।"

শেরিফের কথা শুনে রাজার রক্ষীরা এ-ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। ওদের ভুলটা যে কোথায় ওরা তার কিছুই বুঝতে পারলনা। তাই ওদের একজন জিজ্ঞেস করল, "নীল পোষাক মাথায় শিরস্ত্রাণ সবইতো মিলে যাচ্ছে।"

শেরিফ ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন: "সেতো মিলছে, মানুষটা মিলছে কই?"

শেরিফ মাথা থাবড়াতে থাবড়াতে বসে পড়লেন। তারপর একসময় লাফিয়ে উঠে মুচিটার দিকে তেড়ে গেলেন: "এই পোষাক তুই পেলি কোথায়?"

মুচিটা তখন সব খুলে বলল!

মুচির কাছ থেকে সব কিছু জেনে নিয়ে শেরিফ তক্ষুনি হুকুম করলেন: "যাও, মুচির পোষাকে রবিন পালাচ্ছে গিয়ে ধর।"

শেরিফের হুকুম মতো রাজার বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছোটাল।

এদিকে তখন রাত নেমেছে। মুচির পোষাকে রবিন একটা সরাইখানায় আশ্রয় নিয়েছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে শুয়ে ভাবছে মুচিটা ধরা পড়ে গেলেই তো সব ফাঁস হয়ে যাবে। সুতরাং ওর আবার পোষাকটা পাল্টানো দরকার।

রবিন দেখল ওর পাশে একটা পাদ্রী বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। রবিন চুপি চুপি উঠে ঘুমন্ত পাদ্রীর গা থেকে গাউনটা খুলে নিয়ে নিজে পরল আর মুচির পোষাকটা পাদ্রীকে পরিয়ে ভোর হওয়ার আগেই কেটে পড়ল।

পথে বেরোতেই রাজার বাহিনীর সাথে পাদ্রীবেশী রবিনের দেখা হয়ে গেল।

"সুপ্রভাত পাদ্রী মহাশয়। আপনি কি সরাইখানা থেকে আসছেন?" জনৈক রক্ষী রবিনকে জিজ্ঞেস করল।

পাদ্রীবেশী রবিন উত্তর দিল ঃ "হ্যাঁ।"

রক্ষীটা তখন উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ "ওখানে কী কোন মুচিকে দেখেছেন?"

পাদ্রীবেশী রবিন বলল ঃ "হ্যাঁ দেখেছি। আমার পাশেই ঘুমোচ্ছিল।"

রবিনের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীরা সরাইখানা ঘিরে ফেলল। তারপর হুড়মুড় করে সরাইখানার মধ্যে ঢুকে পড়ে মুচিবেশী পাদ্রীকে ঘুমন্ত অবস্থায় চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গিয়ে সোজা শেরিফের সামনে হাজির করল।

কিন্তু মুচির পোশাকে পাদ্রীকে দেখে শেরিফ আগের মতোই ক্ষেপে উঠলেন ঃ "এ আবার কাকে ধরে এনেছো! এওতো রবিন নয়!"

আবার পাদ্রীর কাছে সব শুনেটুনে শেরিফ হুকুম করলেন ঃ "যাও, পাদ্রীর পোষাকে রবিনকে ধর।"

আবার রক্ষীরা ঘোড়া ছোটাল।

কিন্তু আর ঘোড়া ছোটালে কী হবে? একের পর এক পোষাক পাল্টাতে পাল্টাতে রবিন ততক্ষণে শেরউডে পৌঁছে গেছে।

দশ

রবিন হুডের প্রত্যাবর্তন।

কয়েক বছর পরের কথা।

রাজা হেনরী মারা গেছেন। তাঁর জায়গায় সিংহাসনে বসেছেন স্যার রিচার্ড। নতুন রাজা যেমনই দুঃসাহসী তেমনি অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। আর তাই রবিনের নানান দুঃসাহসিক কাণ্ডকারখানার কথা শুনে তাকে একবার স্বচক্ষে দেখার তাঁর বড় সাধ হল। কিন্তু রবিনকে সামনাসামনি দেখা যায় কী করে? রাজা আসছেন শুনলে রবিন কি আর দেখা দেবে? নিশ্চয়ই গা ঢাকা দেবে। তাহলে উপায়?

নানা জনে নানান উপায়ের কথা বলতে লাগলেন। কিন্তু কোনটাই রাজার মনঃপূত হল না। শেষে একজন বললেন ঃ "রাজা মশাই যদি ছদ্মবেশে টাকার থলি হাতে শেরউডের পাশ দিয়ে যান তাহলে অবশ্যই মনোবাসনা পূর্ণ হবে। কারণ টাকার গন্ধ পেলে রবিনের সাঙ্গপাঙ্গরা রাজা মশাইকে রবিনের সামনে ধরে নিয়ে যাবেই যাবে।"

ছদ্মবেশে যাওয়ার ব্যাপারটা রাজা রিচার্ডের খুব পছন্দ হল। তিনি পরদিনই জনা সাতেক দেহরক্ষী নিয়ে ঘোড়া ছোটালেন শেরউডের পথে। রাজা নিজে তো ছদ্মবেশ নিয়েইছেন। দেহরক্ষীরাও চলেছে ছদ্মবেশে।

বনের কাছাকাছি পৌঁছে রাজা খুব উত্তেজিত। এই বুঝি রবিনের সাঙ্গপাঙ্গরা তাকে ধরতে আসবে! কিন্তু কোথায় কি? কোন সাড়াশব্দই তিনি পাচ্ছেন না। অনেক ঘোরাঘুরি করে রাজা একেবারে হতাশ হয়ে পড়লেন। ভাবলেন এ যাত্রায় আর রবিনের সঙ্গে দেখা হল না। রাজা ঘোড়ার মুখ ঘোরালেন। আর ঘোরাতেই দেখেন একটু দূরে পথের ঠিক মাঝখানে সবুজ পোষাক পরা সুন্দর স্বাস্থ্যবান দীর্ঘদেহী কে একজন, কাঁধে তার তীরধনুক, মাথায় পালক আঁটা টুপি, কোমরের দু'পাশে দুটি হাত রেখে দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজা লোকটির কাছাকাছি আসতেই লোকটি হাত তুলে দাঁড়াতে বলল। তারপর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল : "কে আপনারা?"

ছদ্মবেশী রাজা বললেন : "আজ্ঞে আমরা বণিক"

লোকটি আগের মতোই বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলল : "এখানে ঘোরাঘুরি করছেন কেন?"

রাজা বললেন : "আমরা ক্ষুধার্ত। সঙ্গে আছে পঞ্চাশ পাউণ্ড। কিন্তু কোথায় খাবার পাওয়া যাবে জানিনা বলে ঘোরাঘুরি করছি।

লোকটা বলল : "বনের মধ্যে একটা সরাইখানা আছে। আপনারা ইচ্ছা করলে সেখানে যেতে পারেন।"

রাজা বললেন : "দেখুন, আমরা এখানে নতুন। ঠিক চিনতে পারবোনা। দয়া করে আমাদের যদি দেখিয়ে দেন।"

লোকটা বলল ঃ "দাঁড়ান, আমি লোক দিচ্ছি।"

এই বলে লোকটা শিঙ্গা মুখে তুলে পরপর তিনবার ফুঁ দিল আর সঙ্গে সঙ্গে সবুজ সবুজ পোষাক পরা একদল লোক ছুটে এসে ছদ্মবেশী রাজাকে ঘিরে ধরল।

রাজা কিন্তু একটুও ভয় পেলেন না। উল্টে তিনি লোকটির দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন ঃ "কষ্ট করে এতলোক ডাকার কোন দরকার ছিল না। এই নিন থলি। আমাদের খাবার টাকা এর মধ্যেই আছে।"

লোকটা থলিটা নিল। গুনে গুনে পঁচিশ পাউণ্ড বের করে নিজের পকেটে রাখল তারপর বাকী টাকাটা ছদ্মবেশী রাজার হাতে তুলে দিয়ে বলল: "আসুন।"

লোকটা এগিয়ে চলেছে। পেছন পেছন চলেছেন রাজা। চলতে চলতে রাজা একসময় জিজ্ঞেস করে বসলেন, "কিছু যদি মনে না করেন আপনার নামটা জানতে পারি কী?"

চলতে চলতেই ঘাড় না ঘুরিয়ে লোকটা বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল: "আমার নাম রবিন হুড।"

নামটা শুনেই রাজা ঘোড়া দাঁড় করালেন। রাজা দাঁড়িয়ে পড়তে রবিনও দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল: "কী হল? দাঁড়িয়ে পড়লেন যে?"

রবিনের প্রশ্নে রাজা কোন উত্তর দিলেন না। তিনি শুধু মুগ্ধবিস্ময়ে পলকহীন চোখে রবিনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন: "না, কিছু না। চলুন।"

আস্তানায় পৌঁছে রবিন সাথীদের হুকুম দিল, "যাও, ভালো দেখে গোটাকতক হরিণ মেরে ভোজের ব্যবস্থা কর।"

হুকুম পেয়ে সঙ্গীরা ছুটল হরিণ মারতে।

এদিকে সঙ্গীরা হরিণ মারতে ছুটলে রবিন ছদ্মবেশী রাজাকে প্রস্তাব দিল: "ভোজের তো এখন অনেক দেরী, তাই বলছিলাম আপনাদের মধ্যে কেউ তীর ছুঁড়িয়ে থাকলে, আসুন এক হাত লড়ে যাওয়া যাক। সময়টা তাহলে ভালোই কাটবে।"

ছদ্মবেশী রাজা বললেন: "আমিই আছি।"

রাজাকে রাজী হতে দেখে রবিন খুব খুশী হল। তাঁর পিঠ চাপড়ে বলল: "এই রকম আমুদে লোক আমার খুব পছন্দ।" তারপর এক সঙ্গীকে ডেকে বলল: "দূরের ঐ ওক গাছের গায়ে একটা চিহ্ন এঁকে এসো।"

রবিনের কথা মতো ওক গাছের গায়ে একটা চিহ্ন আঁকা হল।

"কিন্তু কিছু একটা বাজী থাকবেতো?" তীর ছোঁড়া শুরু করার আগে ছদ্মবেশী রাজা বলে উঠলেন।

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।" রবিনও সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল।

কিন্তু কী বাজী থাকবে? অনেক ভাবনা চিন্তার পর ঠিক হল যে, যার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে সে বিজয়ীর হাতের একটা করে ঘুষি খাবে।

ব্যস্। শুরু হল খেলা।

ছদ্মবেশী রাজাকে একটা তীরধনুক এনে দেওয়া হল। রাজা ভালো করে তীরধনুকটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। তারপর ধনুকে তীর লাগিয়ে বললেন: "প্রথমে আমিই ছুঁড়ি কী বলেন?"

রবিন বলল: "ছুঁড়ুন।"

রাজা চিহ্ন লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লেন। কিন্তু তীরটা অল্পের জন্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

তাই দেখে রাজার দিকে তাকিয়ে রবিন একটু মুচ্‌কি হাসল তারপর নিজে চিহ্ন লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল।

রাজা দেখলেন রবিনের তীরটা চিহ্নের গায়ে গেঁথে রয়েছে।

হেরে গিয়ে রাজা রবিনের কাছে এগিয়ে গেলেন।